দফন ও কাফনের বিস্তারিত মছলা

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দীন,
এমামোল হোদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সূফী
জনাব, আলহাজ্জ হজরত মাওলানা —

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী
সু-প্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ,
ফকিহ্ শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ হজরত আল্লামা —

মোহম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট-মাওলানাবাগ "নবনূর কম্পিউটার" ও
প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পঞ্চম মুদ্রণ - ১৪২১ বঙ্গাব্দ

মূল্য- ৪০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين ٭

দফন ও কাফনের বিস্তারিত মছলা

কাহারও মৃত্যু সন্নিকট হইলে, উত্তর দক্ষিণ লম্বা ডাহিন কাৎ করিয়া কেবলামুখী অবস্থায় শয়ন করাইবে—ইহা ছুন্নত, এইরূপ হেদায়া কেতাবে আছে। হেদায়ার ১৬০ পৃষ্ঠায় আছে, আমাদের শহরগুলির মনোনীত মত চিৎ করিয়া শয়ন করান, কেননা ইহাতে রুহ সহজে বাহির হইয়া যায়, কিন্তু কেবলামুখী শয়ন করান ছুন্নত। দোর্রোল-মোখতারের ১।৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, চিৎ করিয়া শয়ন করান জায়েজ হইবে, তাহার পদদ্বয় কেবলার দিকে হইবে, কিন্তু মস্তকটি একটু উচ্চ করিয়া দিবে—যেন কেবলার দিকে তাহার মুখমন্ডল ফিরিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, যেরূপ সহজ হয়, সেইরূপ করিয়া রাখিবে, ইহা ছহিহ মত, মোবতাগা প্রণেতা ইহা ছহিহ স্থির করিয়াছেন। আর যদি চিৎ করিয়া শয়ন করান কিম্বা কেবলার দিকে ফিরিয়া রাখা কষ্টকর হয়, তবে সে যে অবস্থায় আছে, তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিবে।

যে ব্যক্তিকে ব্যভিচারের জন্য প্রস্তরাঘাত করা হইয়াছে,

তাহার মুখ কেবলার দিকে ফিরাইয়া দিবে না, ইহা মে'রাজ কেতাবে আছে।

যদি তাহার পক্ষে কষ্টকর না হয়, তবে এইরূপ ব্যবস্থা, আর কষ্টকর হইলে, সে যে অবস্থায় থাকে, তাহাকে সেই অবস্থায় ত্যাগ করিবে। ইহা জাহেদীতে আছে। মৃত্যু সন্নিকট হওয়ার লক্ষণ এই যে, তাহার দুই পা ঢিলা (শিথিল) হইয়া পড়ে, খাড়া করিতে পারে না, নাকের অগ্রভাগ বেঁকা হইয়া যায়, কানপটিদ্বয় গভীর হইয়া যায় এবং অণ্ডকোষের চামড়া লম্বা হইয়া যায়। ইহা তবইন কেতাবে আছে। তাহার মুখমণ্ডলের চামড়া ঢিলা হইয়া যায়, ইহা ছেরাজ অহ্যাজ কেতাবে আছে। তাহাকে শাহাদাত কলেমা তালকিন করিবে। তালকিন করার বিস্তারিত নিয়ম এই যে, জান কবজের সময় তাহার প্রাণ গলার নিকট পৌছাইবার পূর্ব্বে তাহার নিকট এরূপ উচ্চ শব্দে শাহাদাত কলেমা পড়িবে যে, যেন সে ব্যক্তি শুনিতে পায়। তাহাকে বলিবে না যে, তুমি পড়। বারম্বার উহা পড়িবে না, পাছে সে অস্থির হইয়া এনকার করিয়া ফেলে। একবার উহা বলিয়া যতক্ষণ অন্য কথা না বলে, দ্বিতীয় বার উহা বলিবে না। ইহা জওহারা নাইয়েরা কেতাবে আছে; এইরূপ তালকিন করা সমস্ত ইমামের মতে মোস্তাহাব, কিন্তু আমাদের মজহাবের জাহেরে রেওয়াএতে মৃত্যুর পরে দফনের সময় তালকিন করিবে না, ইহা হেদায়ার টীকা আয়নি ও মে'রাজোদ্দেরায়া কেতাবে আছে। পক্ষান্তরে মোজমারাত কেতাবে আছে, আমরা হানাফিগণ মৃত্যুকালে এবং দফনের সময় উভয় সময় তালকিন করিয়া থাকি। তালকিন্ কারির নেক্কার হওয়া এবং এইরূপ হওয়া মোস্তাহাব—যাহার উপর তাহার মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার দোষারোপ না হয়। ইহা ছেরাজ অহ্যাজ কেতাবে আছে। আলমগিরি, ১।১৬৬।

কেহ কেহ এই তালকিন করা ওয়াজেব বলিয়াছেন, ইহা

কিনইয়া নেহায়া ও শরহে-তাহবীতে আছে। নহরোল-ফায়েকে আছে, ইহা তহকিকি কথা নহে, কেননা দেরায়া কেতাবে আছে, এই তালকিন করা সমস্ত ইমামের এজমা মতে মোস্তাহাব। হেদায়া, বেকায়া, নেকায়া ও কাঞ্জ কেতাবে আছে, কেবল লাএলাহা তালকিন করিবে, এমদাদে আছে, হাদিছে কেবল উহা তালকিন করার কথা আছে। মোস্তাফা ইত্যাদিতে মোহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ যোগ করার কথা আছে। —শাঃ, ১।৮৮৯।

যদি মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির মুখে কাফেরি মূলক কথা প্রকাশিত হয় তাহাকে অচৈতন্য ধারণায় তাহার উপর কোফরের ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না এবং মুছলমান মৃতদের ন্যায় ব্যবস্থা তাহার সম্বন্ধে প্রতিপালিত হইবে, ইহা ফৎহোল-কদিরে আছে। নেককার বোজর্গ লোকদিগের তাহার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত এবং তাহার নিকট ছুরা ইয়াছিন পড়া মোস্তাহাব। ইহা এবনো আমিরোল হাজ্ব কর্ত্তৃক লিখিত মনইয়ার টীকায় আছে। আঃ-১।১৬৬। তাহার নিকট ছুরা রা'দ পড়িলে মৃত্যুযন্ত্রণা কম হইয়া থাকে, ইহা শামি কেতাবের ১।৮৯০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। তাহার নিকট সুগন্ধি দ্রব্য উপস্থিত করিতে হইবে, ইহা জাহেদীতে আছে। ঋতুবতী (হায়েজওয়ালি) স্ত্রীলোক এবং নাপাক ব্যক্তি মৃত্যু কালে তাহার নিকট বসিয়া থাকিলে দোষ হইবে না, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে। দোর্রোল-মোখতারে আছে, এইরূপ লোক তথা হইতে বাহির হইয়া যাইবে, নহরোল-ফায়েকে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত বলিয়া লিখিত আছে। নুরোল-ইজাহে মতভেদের কথা আছে। শাঃ, ১।৮৯২।

মওতের যন্ত্রণা উপস্থিল হইলে, কোন কাফেনের ইমান গ্রহণীয় হইবে না, ইহাতে সকলেই এক মতাবলম্বী; কিন্তু উক্ত সময়ে কোন ফাছেক মুছলমানের তওবা কবুল হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ

হইয়াছে। ইমাম রাজি বলিয়াছেন, বিচক্ষণ বিদ্বানগণের মতে মওতের কঠোর যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, তওবা কবুল হইবে না, ইহার পূর্বে তওবা কবুল হইবে। ইহা শাফেয়ি, মালেকি ও হানাফি গণের মত। কোন ফাতাওয়াতে আছে, এই সময়ে তওবা কবুল হইবে, কিন্তু ইমান কবুল হইবে না, ইহা মাতুরদিয়া সম্প্রদায়ের মত, আশায়েরাদের মতে কোনটিই কবুল হইবে না। মোল্লা আলি তওবা কবুল হওয়ার মত গ্রহণ করিয়াছেন। দোর্রোল মোখতারে ইহা মনোনীত মত বলা হইয়াছে। শাঃ ১।৮৭৯।৮৮০, দোঃ, ১।১৬৮

সে ব্যক্তি মরিয়া গেলে, তাহার মুখের চোয়ালদ্বয় এবং চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া দিবে। অতি সহজ ভাবে নরমে নরমে যে ব্যক্তি চক্ষুবন্ধ করাইতে পারে সেই এই কার্য্য করিবে। তাহার মুখ বন্ধ করার জন্য একখানা চওড়া কাপড় দ্বারা নীচের চোয়ালকে মস্তকের উপরি অংশের সহিত বন্ধন করিয়া রাখিবে। ইহা জওহারা নাইয়েরা কেতাবে আছে। যে ব্যক্তি তাহার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া দিবে সে ব্যক্তি উক্ত সময় বলিবে,—

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهٗ وَاَسْعِدْهُ

بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ *

"বিছমিল্লাহে অ-আ'লা মিল্লাতে রাছুলিল্লাহে ছাল্লাল্লাহে আলায়হে অছাল্লাম, অল্লাহুম্মা ইয়াছছের আলায়হে আমরাহু অছাহহেল আ'লায়হে মারা'দাহু অ-আছয়েদাহো বেলেফায়েকা অজয়াল মাখারাজা

ইলায়হে খায়রাম মিম্মা-খারজা আনহো।"

ইহা তবইন কেতাবে আছে।

শরীরের সন্ধিস্থানগুলি (জোড়গুলি) নরম করিয়া দিবে, দুই হস্তকে বাজুদ্বয়ের দিকে ফিরাইয়া টানিয়া দিবে, দুই হস্তের অঙ্গুলি গুলি দুই তালুর দিকে লইয়া টানিয়া লম্বা করিয়া দিবে। দুই পেটের দিকে ও পায়ের দুই নলাকে উরুর দিকে লইয়া টানিয়া লম্বা করিয়া দিবে, ইহা জাওহারা নাইয়েরাতে আছে।—আঃ, ১।১৬৭।

যে কাপড়ে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, উহা খুলিয়া লওয়া মোস্তাহাব। একখানা কাপড়ে তাহার সমস্ত শরীর ঢাকিয়ে রাখিবে, পালঙ্গ কিম্বা তক্তার ন্যায় উচ্চ স্থানের উপর তাহাকে রাখিবে, যেন জমির শীতলতা লাগিয়া লাশ দুর্গন্ধময় না হয়। তাহার পেটের উপর কোন লৌহের জিনিষ কিম্বা কর্দম স্থাপন করিবে, যেন উহা ফুলিয়া না উঠে উহা ছেরাজ অহ্যাজ কেতাবে আছে।—১।১৬৭। তাহার পেটের উপর তরবারি, লোহা, অভাব পক্ষে ভারি জিনিষ রাখিবে। শাঃ, ১।৮৯২।

তাহার প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদিগকে সংবাদ দেওয়া মোস্তাহাব। যেন তাহাদের উপর জানাজা নামাজ পড়ার এবং দোয়া করার যে হোক আছে, তাহা যেন আদায় করিতে পারে। ইহা জওহারা-নাইয়েরাতে আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহার মৃত্যুর সংবাদ বাজারে সমূহে ঘোষণা করা মকরুহ কিন্তু সমধিক ছহিহ মতে উহাতে কোন দোষ নাই, ইহা মুহিতে-ছারাখছিতে আছে। অতি সত্বর তাহার কর্জ্জ পরিশোধ করিয়া দেওয়া, উহার দাবি ছাড়াইয়া লওয়া, দ্রুতভাবে গোছল, কাফন, দফন করা এবং উহাতে বিলম্ব না করা মোস্তাহাব। যদি অকস্মাৎ মরিয়া যায়, তবে যতক্ষণ না তাহার মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, ততক্ষণ তাহার তজহিজ তহফিন করিবে না। ইহা জাওহারা কেতাবে আছে।

মৃত্যুর পরে তাহার নিকট বসিয়া কোরান পড়া মকরুহ কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে। কাহাস্তানি বলিয়াছেন, গোছল না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহার নিকট বসিয়া কোরআণ পড়া কমরুহ হইবে না। তবইন ও নরহোল ফায়েক কেতাবে উহা মকরুহ বলিয়া লিখিত আছে। আল্লামা শামি বলিয়াছেন, যদি লাশকে পাক কাপড়ে ঢাকিয়া রাখা হয়, তবে ঐ অবস্থায় কোরআন পড়া মকরুহ হইবে না। আর যদি উচ্চশব্দে কোরআন পড়া হয়, তবে মকরুহ হইবে, চুপে চুপে পড়িলে মকরুহ হইবে না—আর যদি কেহ দূরে বসিয়া কোরআন পড়ে, তবে মকরুহ হইবে না।—আঃ, ১।১৬৭ শামি, ১।৮৯৫।৮৯৬, দোর্রোল মোখতার, ১।৬৮।

যদি কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক মরিয়া যায় এবং তাহার পেটে সন্তান নড়িতে থাকে, তবে ইমাম মোহাম্মদ বলেন, তাহার পেট ফাড়িয়া সন্তান বাহির করিয়া লওয়া জায়েজ হইবে, ইহা কাজিখানে আছে। আঃ, ঐ পৃষ্ঠা। যদি গর্ভিনী জীবিত থাকে এবং পেটের সন্তান মরিয়া যায় এবং মাতার মৃত্যুর আশঙ্কা হয়, তবে মরা সন্তানটি খন্ড করিয়া বাহির করিবে, কিন্তু যদি পেটের সন্তান জীবিত থাকে এবং স্ত্রীলোকটি প্রসব করিতে পারিতেছে না, তবে জীবিত সন্তানকে মারিয়া ফেলা জায়েজ হইবে না। ইহা এখতিয়ার কেতাবে আছে। যদি কেহ কাহারও অর্থ গিলিয়া ফেলিয়া মরিয়া যায়, আর তাহার টাকা কড়ি থাকে, তবে তাহা হইতে উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে হইবে, আর ক্ষতি পূরণের পরিমাণ টাকা না থাকিলে তাহার পেট ফাড়িয়া উহা বাহির করিয়া লইবে, ইহা সমধিক ছহিহ মত, ইহা ফৎহোল-কদিরে আছে। আর যদি অনিচ্ছায় উহা পেটের মধ্যে গিয়া থাকে, তবে তাহার পেট ফাড়া জায়েজ হইবে না।—শাঃ ১।৯৩৮ দোঃ, ১।৭৩।

গোছল দেওয়ার বিবরণ

জীবিতদিগের পক্ষে মৃতের গোছল দেওয়া ওয়াজেবি হক, ইহা হাদিছ ও এজমা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা নেহায়া কেতাবে আছে। যদি কতক লোক এই ওয়াজেব আদায় করে, তবে অবশিষ্ট লোকদের পক্ষে এই ওয়াজেব হক মাফ হইয়া যাইবে, ইহা কাফি কেতাবে আছে।

একবার গোছল দেওয়া ওয়াজেব একাধিক বার গোছল দেওয়া ছুন্নত এমন কি যদি লাশকে একবার গোছল দেয় কিম্বা জারি পানিতে একবার ডুবাইয়া দেয়, তবে জায়েজ হইবে ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে। গোছল দেওয়ার সময় তাহার কাপড় খুলিয়া লওয়া হইবে, ইহা আমাদের মজহাব ইহা জাহিরিয়া কেতাবে আছে। জাহেরে মজহাব অনুসারে কেবল তাহার মলমূত্র স্থান এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান যাহাকে আওরতে-গলিজা বলা হয়, ঢাকিতে হইবে। তাহার দুই উরু ঢাকিতে হইবে না, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। হেদায়া কেতাবে ইহা ছহিহ মত বলা হইয়াছে। মুহিতে ছারাখছিতে আছে, একখানা কাপড়ে তাহার নাভি হইতে হাটু পর্য্যন্ত ঢাকিতে হইবে, মুহিতে ইহা ছহিহ মত বলা হইয়াছে। লেখক বলেন, ইহাই সমধিক এততিয়াত বিশিষ্ট মত। যে স্থানে মৃতকে গোছল দেওয়া হয়, উক্ত স্থানটি পর্দ্দা দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া মোস্তাহাব, যেন গোছলদাতা ও তাহার সহায়তাকারি ব্যতীত অন্য কেহ লাশকে দেখিতে না পায়।

প্রথমে তক্তাকে বেজোড় বার সুগন্ধি বস্তু জ্বালাইয়া সুবাসিত করিয়া পরে উহার উপর লাশ রাখিবে, উহার নিয়ম এই যে, লোবান ইত্যাদি কোন পাত্রে জ্বালাইয়া একবার, তিনবার কিম্বা পাঁচবার তক্তার চারিদিকে ঘুরাইবে, ইহার বেশী ঘুরাইবে না, ইহা

তবইন ও কাঞ্জের টীকা আইনিতে আছে। আঃ, ১।১৬৭।

শামি ও দোর্রোল মোখতারে-আছে সাতবার পর্য্যন্ত ঘুরাইতে পারে, ইহার অধিক ঘুরাইবে না, ইহা কাফি; নেহায়া ও ফৎহোল কদীর কেতাবে আছে। দোঃ, ১।৬৯, শাঃ, ১।৮৯৪;

লাশকে কিরূপে তক্তার উপর রাখিবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, আমাদের মজহাবের কতক ফকিহ্ বলিয়াছেন, পীড়িত অবস্থায় ইশারা করিয়া নামাজ পড়িতে যেরূপ পূর্ব্ব-পশ্চিম লম্বা কেবলা মুখী করিয়া রাখা হয়, সেই অবস্থায় রাখিবে। আর কতক বিদ্বান কবরে যেরূপ উত্তর দক্ষিণ দিক্ লম্বা করিয়া রাখা হয়, সেইরূপ রাখা মনোনীত করিয়াছেন। সমধিক ছহিহ্ মত এই যে, যেরূপ রাখা সুবিধাজনক, সেইরূপ রাখিবে। ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে। ইমাম আবুহানিফা ও মোহাম্মদ (রঃ) এর মতে তাহাকে এস্তেঞ্জা করাইয়া দিবে, ইহা মুহিত ছারাখছিতে আছে। এস্তেঞ্জা করাইবার নিয়ম এই যে, গোছলদাতা নিজের হস্তদ্বয়ে কাপড় জড়াইয়া লজ্জাস্থান ধোয়াইয়া দিবে, কেননা যেরূপ গুপ্তস্থান দেখা হারাম সেইরূপ স্পর্শ করা হারাম। ইহা জওহারা নাইয়েরা কেতাবে আছে। পুরুষলোক গোছল দেওয়ার সময় পুরুষের উরুর দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, এইরূপ স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের উরুর দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে। তৎপরে নামাজের ওজুর ন্যায় ওজু করাইয়া দিবে, কিন্তু যে নাবালেগ নামাজ পড়িয়া থাকে না, তাহাকে ওজু করাইয়া দিবে না, ইহা কাজিখানে আছে। আঃ, ঐ পৃষ্ঠা।

শামি প্রণেতা বলিয়াছেন, নাবালেগের ওজু না করান হোলওয়ানির মত, কিন্তু মনইয়ার টীকাতে আছে, বালেগ পাগলের ন্যায় নাবালেগের ওজু দিতে হইবে। শাঃ ১।৮০৫।

প্রথমে তাহার হস্তদ্বয় ধৌত না করাইয়া মুখমন্ডল (চেহারা)

ধৌত করাইবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। ডাহিন দিক হইতে ধৌত করান আরম্ভ করিবে, যেরূপ সে জীবিত অবস্থায় ডাহিন দিক হইতে আরম্ভ করিত। তাহাকে কুল্লি করাইয়া দিবে না এবং তাহার নাকে পানি দিবে না, ইহা কাজিখানে আছে। কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, গোছলদাতা নিজের অঙ্গুলীতে পাৎলা নেকড়া জড়াইয়া তাহার মুখের মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিয়া দাঁতগুলি, দুই ঠোঁট, তালু মছহ করাইয়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। এইরূপ অঙ্গুলী দুই নাকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে, ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে। শামছুল আএম্মায় হোলওয়ানি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান লোকদিগের আমল এই মতের উপর হইতেছে, ইহা মুহিতে আছে। মস্তক মছহ করা সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। ছহিহ মত এই যে, তাহার মস্তক মছহ করিবে এবং দুই পা ধৌত করার পূর্ব্বেই উহা মছহ করিবে, ইহা তবইন কেতাবে আছে। ওজুর পরে তাহাকে গোছল দেওয়াইবে, আমাদের মজহাবে গরম পানিতে গোছল দেওয়া উত্তম, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। কুলের পাতা দিয়া পানি জোশ করিবে, যদি ইহা না হয়, তবে খালেছ পানি দ্বারা গরম করিয়া গোছল দিবে, ইহা হেদায়া কেতাবে আছে। তাহার মস্তক ও দাড়ী খাৎমি (খেরু মাটি) দ্বারা ধৌত করাইবে, ইহা না হইলে সাবান ইত্যাদি দ্বারা ধৌত করাইবে, ইহাতে খেরুমাটির কার্য্য হইবে। যদি তাহার মস্তকে চুল (এবং তাহার দাড়ী) থাকে, তবে এইরূপ ব্যবস্থা করিবে। ইহা তবইন কেতাবে আছে। আর যদি সাবান ইত্যাদি পাওয়া না যায়, তবে বিশুদ্ধ পানি দ্বারা মস্তক ও দাড়ী ধৌত করাইলে যথেষ্ট হইবে, ইহা শরহে-তাহাবিতে আছে। তৎপরে তাহাকে বামপার্শ্বে কাৎ করিয়া শয়ন করাইয়া পানি এবং কুলের পাতা দ্বারা তিনবার ধৌত করাইবে, এমন কি যেন তক্তার সংলগ্ন শরীরে পানি পৌঁছিতে দেখা যায়; তৎপরে ডাহিন পার্শ্বে কাৎ করিয়া

শয়ন করাইয়া ঐরূপ ধৌত করাইবে। তৎপরে তাহাকে নিজের উপর টেক লাগাইয়া বসাইবে এবং নরমে নরমে তাহার পেট টিপিবে, উদ্দেশ্য এই যে, বাহির হওয়ার উপযুক্ত মলমূত্র বাহির হইয়া পড়িবে, যেন পরিণামে কাফন নাপাক না হয়। যদি পেট হইতে কিছু বাহির হয়, তবে সেই স্থান ধৌত করাইয়া দিবে, গোছল এবং ওজু দোহরাইতে হইবে না। তৎপরে একখানা কাপড় দ্বারা তাহার শরীর মুছিয়া ফেলিবে, যেন তাহার কাফন ভিজিয়া না যায়। মৃতের চুল ও দাড়ীতে চিরুনী ব্যবহার করিবে না, তাহার নখ ও চুল কাটিয়া দিবে না, ইহা হেদায়াতে আছে। তাহার গোঁফ ছাটিয়া দিবে না, বোগলের চুল ও লজ্জাস্থানের চুল মুন্ডন করিবে না, তাহার শরীরে চুল ইত্যাদি যাহা কিছু থাকে, সর্ব্বশুদ্ধ দফন করিবে। যদি তাহার নখ কাটিয়া গিয়া থাকে, তবে উহা কাটিয়া ফেলিলে দোষ হইবে না, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। যদি তাহার নাকে, কর্ণদ্বয়, মুখ, মলদ্বার এবং স্ত্রীলোকের গুহ্যদ্বারে তুলা স্থাপন করে তবে ইহাতে কোন দোষ হইবে না, ইহা তবইন কেতাবে আছে। কিন্তু কাজিখানে আছে, গোছল দেওয়া কালে তুলা স্থাপন করা জাহেরে রেওয়াএতের ব্যবস্থা নহে। এমাম আবু হানিফার এক রেওয়াএতে আছে যে, তাহার দুই নাকে এবং মুখে থুতনিতে তুলা স্থাপন করিবে। কেহ বলিয়াছেন, তাহার কর্ণদ্বয়ের ছিদ্রে তুলা স্থাপন করিবে। কেহ বলিয়াছেন, তাহার মলদ্বারে তুলা স্থাপন করিবে, ইহা কদর্য্য মত। যদি কোন লাশকে পানির মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তাহাকে পুনরায় গোছল দিবে, কেননা আদম সন্তানদিগের উপর গোছল দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এস্থলে আদম সন্তানগণের দ্বারা কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। অবশ্য যদি তাহাকে পানি হইতে উঠাইবার সময় গোছল দেওয়ার নিয়েতে পানির মধ্যে নাড়াইয়া দিলে, গোছল দেওয়া সাব্যস্ত হইবে। ইহা বাদায়ে ও

মুহিতে-ছারাখছিতে আছে। যদি লাশ বিগলিত হওয়ায় মছহ করা কষ্টকর হয়, তবে উহার উপর পানি ঢালিয়া দিলে যথেষ্ট হইবে। ইহা এতাবিয়া ও তাতারখানিয়াতে আছে। গোছল সম্বন্ধে স্ত্রীলোক ও পুরুষলোকের একই প্রকার ব্যবস্থা। তাহার মস্তকের চুল পৃষ্ঠের উপর ছাড়িয়া দিবে না। ইহা তাতারখানিয়াতে শরহে-তাহাবি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যে শিশু পয়দা হওয়ার পরে ক্রন্দন করে, কিম্বা নড়িয়া উঠে, তাহার নাম রাখিবে। তাহার গোছল দিবে এবং তাহার জানাজা পড়িবে। আর যদি ক্রন্দন করা কিম্বা নড়িয়া উঠা এইরূপ জীবনের কোন লক্ষণ পাওয়া না যায়, তবে তাহার জানাজা পড়িবে না, কিন্তু তাহাকে গোছল দিবে, ইহা জাহেরে-রেওয়াএত না হইলেও মনোনীত (ফৎওয়াগ্রাহ্য) মত, তাহাকে একখানা কাপড়ে জড়াইয়া দফন করিবে, ইহা হেদায়াতে আছে। তাহার নাম রাখা সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। ইহা কাজিখানে আছে। যদি ধরণী-স্ত্রীলোক কিম্বা মাতা সন্তানের ক্রন্দন করার কিম্বা নড়িয়া উঠার সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া তাহার জানাজা নামাজ পড়িবে, ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে। যে সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলি সমাপ্ত হইতে পারে নাই, উহা খসিয়া পড়িলে সমস্ত রেওয়াএত অনুসারে তাহার জানাজা পড়িতে হইবে না; কিন্তু মনোনীত মতে তাহাকে গোছল দিবে এবং তাহাকে একখানা কাপড়ে জড়াইয়া দফন করিবে, ইহা কাজিখানে আছে।

যদি কোন লাশের শরীরের অধিকাংশ কিম্বা মস্তক সমেত অর্দ্ধেকাংশ পাওয়া যায়, তবে তাহার গোছল ও কাফন হইবে এবং তাহার জানাজা পড়িবে। ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে। যদি অধিকাংশ শরীরের উপর জানাজা পড়ার পরে অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়, তবে উহার উপর জানাজা পড়িতে হইবে না। ইহা ইজাহ কেতাবে আছে। যদি বিনা মস্তকে অর্দ্ধেকাংশ কিম্বা লম্বা ভাবে ছিন্ন

অর্দ্ধেক শরীর পাওয়া যায়, তবে তাহার গোছল দিতে হইবে না এবং জানাজা পড়িতে হইবে না। বরং একখানা কাপড়ে জড়াইয়া দফন করিবে। ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে। যে লাশের মুছলমান কিম্বা কাফের হওয়া বুঝিতে পারা না যায়, যদি তাহার উপর মুছলমান চিহ্ন থাকে, কিম্বা দারোল ইছলামের কোন স্থানে পাওয়া যায়, তবে তাহাকে গোছল দিবে, নচেৎ গোছল দিবে না, ইহা মে'রাজোদ্দেরায়া কেতাবে আছে। —আঃ, ১।১৬৮।

মুছলমানদিগের মৃতগণ কাফেরদিগের মৃতগণের সহিত কিম্বা মুছলমানদিগের শহিদ্গণ কাফেরদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেলে, যদি মুছলমানদিগের চিনিবার কোন চিহ্ন থাকে, তবে তাহাদের উভয় দলের মধ্যে প্রভেদ করিয়া লইবে। মুছলমানদিগের চিহ্ন খাৎনা দেওয়া খেজাব করা এবং কাল পোষাক পরিধান করা। প্রভেদ করিয়া লওয়ার পরে তাহাদের জানাজা পড়িবে। আর যদি কোন চিহ্ন না থাকে, এক্ষেত্রে মুছলমানগণ সংখ্যায় অধিকতর হইলে, সমস্ত লোকের জানাজা পড়িবে এবং নামাজ পড়া কালে মুছলমানদিগের জন্য দোয়ার নিয়ত করিবে। আর তাহাদ্গিকে মুছলমানদিগের কবরস্থানে দফন করিবে। আর মোশরেকগণের সংখ্যা অধিকতর হয়, তবে কাহারও জানাজা পড়িবে না, তাহাদের গোছল ও কাফন দিবে, কিন্তু মুছলমানদিগের ন্যায় গোছল কাফন দিবে না। আর তাহাদ্গিকে মোশরেকদিগের কবরস্থানে দফন করিবে। আর যদি উভয় দলের সংখ্যা সমতূল্য হয়, তবে তাহাদের জানাজা পড়িবে না, তাহাদের দফন সম্বন্ধে ফকিহগণ মতভেদ করিয়াছেন। একদল বলিয়াছেন, তাহাদ্গিকে মোশরেকদিগের কবরস্থানে দফন করিবে। তৃতীয় দল বলেন, তাহাদের জন্য পৃথক কবরস্থান স্থির করিবে। ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে।

যদি কোন নাবালেগ সন্তানকে (দারোল-হরব হইতে) তাহার

পিতা কিম্বা মাতার সঙ্গে অথবা তাহাদের পরে বন্দী করিয়া আনা হয়, তৎপরে ঐ নাবালেগ মরিয়া যায়। এক্ষেত্রে যদি সে ইছলামের একরার করে এবং উহা বুঝিবার জ্ঞান রাখে, কিম্বা তাহার সেই পিতা কিম্বা তাহার মাতা মুছলমান হয়, তবে তাহাকে গোছল দেওয়া হইবে, নচেৎ না। যদি তাহার দাদা কিম্বা দাদি, নানা অথবা নানীর সহিত বন্দী হইয়া আসে, তবে উক্ত নাবালেগের গোছল দেওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। আর সেই নাবালেগ যদি একাই বন্দী হইয়া আসে তবে তাহাকে গোছল দিবে ও তাহার জানাজা পড়িবে, ইহা জাহিদীতে আছে। যদি কেহ নৌকা বা জাহাজে মরিয়া যায়, তবে তাহার গোছল ও কাফন দিবে ইহা মোজমারাতে আছে। তাহার জানাজা পড়িবে এবং কোন ভারি বস্তু তাহার সহিত বাঁধিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে, ইহা মে'রাজোদ্দেরায়াতে আছে। যে ব্যক্তি বাদশাহ বিদ্রোহিতা কিম্বা ডাকাতি করিতে নিহত হয়, তাহার গোছল ও জানাজা জায়েজ হইবে না। কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে নীহত হয়, তবে গোছল ও জানাজা জায়েজ হইবে না। আর যদি বাদশাহ তাহাদের জীবিত অবস্থায় গ্রেফতার করে, তৎপরে তাহাদিগকে হত্যা করা হয়, তবে তাহাদের গোছল দিতে ও জানাজা পড়িতে হইবে, ইহা সমধিক উৎকৃষ্ট মত। বড় বড় ফকিহ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি লোকদিগকে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া থাকে, তাহার গোছল ও জানাজা জায়েজ হইবে না। আমাদের ফকিহগণ বলিয়াছেন, যাহারা স্বজনগণের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া নিহত হইয়াছেন, বাদশাহ বিদ্রোহিদের ন্যায় তাহাদের গোছল ও জানাজা জায়েজ হইবে না। ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে। যাহারা রাত্রিকালে অস্ত্রসহ শহরের ঘাঁটিতে থাকিয়া ডাকাতি করিয়া টাকা কড়ি কাড়িয়া লয়, তাহাদের গোছল ও জানাজা জায়েজ হইবে না, ইহা জখিরাতে আছে। আঃ, ১।১৬৯।

যে ব্যক্তি জেহাদ কালে নিজের তরবারি কিম্বা তীরের আঘাতে নিহত হয়, ইমাম মোহাম্মদের মতে তাহাকে গোছল দিতে হইবে, ইমাম আবু ইউছুফের মতে তাহাকে গোছল দিতে হইবে না। যদি জেহাদের ময়দানে কোন আহত ব্যক্তি এক দিবস জীবিত থাকে, তবে তাহাকে গোছল দিতে হইবে। আর যদি এক দিবসের কম জীবিত থাকে, তবে তাহার গোছল দিতে হইবে না, ইহা ইমাম মোহাম্মদের মত এবং ইমাম আবু হানিফার এক রেওয়াএত। যে ব্যক্তি জেহাদ ব্যতীত অন্য সময়ে প্রস্তর কিম্বা তত্তুল্য কোন বস্তু দ্বারা নিহত হয়, ইমাম আবু হানিফার মতে তাহাকে গোছল দিতে হইবে, যে ব্যক্তি হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়াছে, পাহাড়ের উপরি অংশ হইতে পড়িয়া মরিয়াছে, প্রাচীর ছাদ কিম্বা বৃক্ষ পতিত হইয়া মরিয়াছে, প্রাণ হত্যার বিনিময়ে কিম্বা ব্যভিচারের জন্য প্রস্তরাঘাতে নিহত হইয়াছেন কিম্বা একজনের আত্মরক্ষা বা অর্থ রক্ষাকল্পে তাহার উপর আক্রমণ করায় সে নিহত হইয়াছে, এইরূপ লোকদিগের গোছল দিতে হইবে। পিতা পুত্রকে হত্যা করিলে, উক্ত পুত্রের গোছল দিতে হইবে না। স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহার পক্ষ হইতে উক্ত স্ত্রীলোকের সন্তান আছে, এক্ষেত্রে উক্ত নিহতকে গোছল দিতে হবে না। যে ব্যক্তি জেহাদে ময়দানে আহত হইয়া কিছুক্ষণ চলিল, পরে মরিয়া যায়, তাহার গোছল দিতে হইবে। আর যদি সে যে স্থানে আহত হইয়াছে, সেই স্থানে পড়িয়া মরিয়া যায়, তবে তাহাকে গোছল দিতে হইবে না। আর যে ব্যক্তি আহত হইয়া একটি কিম্বা দুইটি কথা অছিএত করে, তাহাকে গোছল দিতে হইবে না, কিন্তু তিনটি কিম্বা ততোধিক কথা অছিএত করিলে, তাহাকে গোছল দিতে হইবে, ইহা কাজিখানে আছে।

যে ব্যক্তি গোছল দিবে, তাহার পাক থাকা উচিত। ইহা

কাজিখানে আছে। আর যদি গোছলদাতা নাপাক, হায়েজওয়ালী কিম্বা কাফের হয়, তবে জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ হইবে, ইহা মেরাজোদ্দেরায়াতে আছে। যদি সে বেওজু হয়, তবে সকলের মতে মকরুহ হইবে না, ইহা কিনইয়াতে আছে। গোছলদাতার এইরূপ বিশ্বাসভাজন হওয়া মোস্তাহাব যে, পূর্ণভাবে গোছল দিতে পারে, কোন দোষ দেখিলে ঢাকিতে পারে এবং কোন গুণ দেখিলে প্রকাশ করিতে পারে। যদি চেহারা নুরানি হওয়া, সুবাসিত হওয়া বা এথরূপ কোন সন্তোষজনক চিহ্ন দেখে, তবে উহা লোকদিগের নিকট প্রকাশ কার মোস্তাহাব। আর যদি চেহারা কাল হওয়া, দুর্গন্ধ হওয়া, আকৃতি পরিবর্ত্তন হওয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকট হওয়া এইরূপ অপ্রীতিকর বিষয় দেখে, তবে উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করা জায়েজ নহে। ইহা জওহারা নাইয়েরা কেতাবে আছে। আর যদি মৃতব্যক্তি বেদায়াতি, বেদায়াত প্রকাশকারি হয় এবং গোছলদাতা তাহার কোন অপ্রীতিকর বিষয় দেখে, তবে উহা লোকের নিকট প্রকাশ করাতে দোষ নাই, ইহা ছেরাজ অহ্যাজ কেতাবে আছে। গোছলদাতার নিকট লোবান বা সুবাসময় বস্তু জ্বালাইয়া রাখা মোস্তাহাব, যেন মৃত হইতে কোন দুর্গন্ধ প্রকাশিত হইলে গোছলদাতা ও সহায়তাকারীর মনে উদ্বেগ ও অশান্তি উপস্থিত না হয়। ইহা জাওহারা নাইয়েরাতে আছে। বিনা বেতনে গোছল দেওয়া মোস্তাহাব। যদি গোছলদাতা বেতন লইতে ইচ্ছা করে, তবে দেখিতে হইবে তথায় অন্য কোন গোছলদাতা আছে কিনা, যদি থাকে, তবে বেতন লওয়া জায়েজ হইবে, যদি না থাকে, তবে বেতন লওয়া জায়েজ হইবে না, ইহা জহিরিয়াতে আছে। পুরুষেরা পুরুষদিগকে এবং স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকদিগকে গোছল দিবে, এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে গোছল দিবে না। যে বালকের কামশক্তি হয় নাই, তাহাকে স্ত্রীলোকেরা গোছল দিতে পারে। যে বালিকার কামশক্তি উদ্ভব হয় নাই, তাহাকে

পুরুষেরা গোছল দিতে পারে। পুরুষাঙ্গ কাটা এবং খাসি করা (খোজা) পুরুষেরা এতৎসম্বন্ধে পুরুষের ন্যায় ধর্ত্তব্য হইবে। স্ত্রী নিজের স্বামীকে গোছল দিতে পারে কিন্তু যদি স্ত্রী তাহার মৃত্যুর পরে এইরূপ কার্য্য করে—যাহাতে নেকাহ ফছখ হইতে পারে, যথা সে স্বামীর অন্য পক্ষের পুত্রকে কিম্বা তাহার পিতাকে চুম্বন করিয়া থাকে তবে সেই স্ত্রী স্বামীকে গোছল দিতে পারে না।

আমাদের মজহাবে স্বামী স্ত্রীকে গোছল দিতে পারিবে না, ইহা ছেরাজ অহ্যাজ কেতাবে আছে।

যদি স্বামী স্ত্রীকে রাজয়ি তালাক দিয়া থাকে, তৎপরে স্বামী মরিয়া যায়, আর সেই স্ত্রী এদ্দত অবস্থায় থাকে, তবে সে স্বামীকে গোছল দিতে পারিবে না, ইহা মুহিত ছারাখছিতে আছে। যদি স্বামী স্ত্রীর তালাক রাজয়ির এদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে মরিয়া যায়, আর মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরে সেই এদ্দত শেষ হইয়া যায়, তবে সেই স্ত্রী স্বামীকে গোছল দিতে পারিবে, ইহা শরহে তাহাবীতে আছে।

কাজিখানে আছে ;—

একটি স্ত্রীলোক স্বামী থাকিতে অন্য লোকের সহিত নেকাহ করে, এই নেকাহ ফাছেদের স্বামী তাহার সহিত সঙ্গম করিয়া তাহাকে ত্যাগ করে, এই নেকাহ ফাছেদের ফছখের এদ্দত বাকি থাকিতে সে প্রথম স্বামীর নিকট ফিরিয়া যায়, তৎপরে এই স্বামী মরিয়া যায়, তবে সেই স্ত্রী স্বামীকে গোছল দিতে পারিবে না। আর যদি তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কিম্বা পরে গোছলের পূর্ব্বে এদ্দত শেষ হইয়া যায়, তবে সে তাহাকে গোছল দিতে পারিবে। একজনের দুইটি স্ত্রী আছে, সে বলিল, উভয়ের মধ্যে একটিকে তিন তালাক দিলাম, কিন্তু কোন্‌টিকে তিন তালাক দিল, ইহা বলার পূর্ব্বে মরিয়া গেল, এক্ষেত্রে কোন স্ত্রী তাহাকে গোছল দিতে পারিবে না। কেহ নিজের স্ত্রীকে তালাক দিল, উক্ত স্ত্রীলোকের এদ্দত থাকিতে তাহার

ভগ্নির সহিত নেকাহ করিয়া মরিয়া গেল, এক্ষেত্রে সেই স্ত্রীলোক তাহাকে গোছল দিতে পারিবে না। একটি লোক মরিয়া গেল, দুই ভগ্নি প্রমাণ উপস্থিত করিল যে, সেই মৃত তাহাদের প্রত্যেকের সহিত নেকাহ করিয়া সঙ্গম করিয়াছে, কিন্তু কোন্ ভগ্নির সহিত প্রথম নেকাহ করিয়া সঙ্গম করিয়াছে, কিন্তু কোন্ ভগ্নির সহিত প্রথম নেকাহ করিয়াছিল, তাহা জানা গেল না, এরূপ উভয়ের মধ্যে কেহই তাহাকে গোছল দিতে পারিবে না।

য়িহুদী ও খৃষ্টান স্ত্রী মুছলমান স্বামীকে গোছল দিতে পারে, কিন্তু ইহা অতি কদর্য্য কার্য্য, ইহা জাহেদীতে আছে। একটি স্ত্রীলোক মারা গিয়াছে, তথায় অন্য কোন স্ত্রীলোক নাই, এক্ষেত্রে যদি কোন মহরম পুরুষ তথায় থাকে, তবে হস্ত দ্বারা তাহার তায়াম্মোম করাইয়া দিবে। আর যদি কোন বেগানা পুরুষ লোক থাকে, তবে হস্তে একখানা কাপড় জড়াইয়া তাহার তায়াম্মোম করাইয়া দিবে, কিন্তু তাহার দুই হস্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। এইরূপ স্বামী-স্ত্রীকে হস্তে কাপড় জড়াইয়া তায়াম্মোম করাইয়া দিবে, কিন্তু তাহার হস্তদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিবে। যুবতী ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের একই প্রকার ব্যবস্থা, ইহা কাজিখানে আছে। যদি একটি পুরুষলোক মারা যায় এবং তথায় স্ত্রীলোকগণ ব্যতীত কেন পুরুষলোক না থাকে এক্ষেত্রে তাহার মহরম স্ত্রীলোকেরা কিম্বা স্ত্রী অথবা ক্রীতদাসী হস্ত দ্বারা তায়াম্মোম করাইয়া দিবে। অন্য স্ত্রীলোক হইলে হস্তে কাপড় জড়াইয়া তাহাকে তায়াম্মোম করাইয়া দিবে, ইহা মে'রাজোদ্দেরায়া কেতাবে আছে। যদি কোন পুরুষলোক বিদেশে মারা যায় এবং তাহার সঙ্গে কয়েকটি স্ত্রীলোক ও একটি কাফের পুরুষ থাকে, তবে স্ত্রীলোকেরা উক্ত পুরুষকে গোছলের নিয়ম শিক্ষা দিবে এবং তাহারা অন্তরালে থাকিবে, এই পুরুষটি একা তাহাকে গোছল দিবে। যদি তাহাদের সঙ্গে কোন পুরুষ লোক না থাকে,

বরং একটি কামশক্তি হীনা বালিকা থাকে, আর সে গোছল দিতে পারে; তবে তাহারা তাহাকে গোছলের নিয়ম শিক্ষা দিয়া অন্তরালে থাকিবে, আর সে বালিকা একা তাহাকে গোছল দিবে। যদি একটি স্ত্রীলোক বিদেশে মারা যায়, তথায় কেবল একটি কাফের স্ত্রীলোক কিম্বা একটি কামশক্তিহীন বালক থাকে, তবে পুরুষদিগের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ করিতে হইবে। ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে। যে নপুংসকের পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক হওয়া স্থির করা যায় না এবং সে বালেগ প্রায় হইয়াছে, সে কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোককে গোছল দিতে পারিবে না এবং কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক তাহাকে গোছল দিতে পারিবে না, তাহাকে কাপড় হাতে জড়াইয়া তায়াম্মোম করাইয়া দিতে হইবে। ইহা জাহেদিতে আছে। যদি কোন কাফের মরিয়া যায় এবং তাহার একজন মুছলমান অলি থাকে, তবে সেই মুছলমান তাহাকে নাপাক কাপড় যেরূপ ধৌত করা হয়, সেইরূপ ধৌত করিয়া ছুন্নত কাফন না দিয়া একখানা কাপড়ে জড়াইয়া মুছলমানদের ন্যায় কবর খনন না করিয়া একটি গর্ত্ত খনন করিয়া উহার মধ্যে ফেলিয়া দিবে, ইহা হেদায়া কেতাবে আছে। যদি পুত্র মুছলমান হইয়া মরিয়া যায় এবং তাহার কাফের পিতা থাকে, তবে তাহাকে উক্ত পুত্রের গোছল দিতে দিবে না, বরং মুছলমানেরা তাহাকে গোছল দিবে, ইহা নেহায়া কেতাবে আছে। যদি কোন লোক বিদেশে মরিয়া যায় এবং তথায় পাক পানি না থাকে, তবে তাহাকে তায়াম্মোম করাইয়া দিয়া তাহার জানাজা পড়িতে হইবে, ইহা মুহিতে আছে। এক ব্যক্তি মরিয়া যায় এবং পানির অভাবে তাহাকে তায়াম্মোম করাইয়া দিয়া, তাহার জানাজা পড়া হইয়াছে, তৎপরে পানি পাওয়া যায়, তবে তাহাকে গোছল দিতে হইবে এবং এমাম আবু ইউছুফের মতে দ্বিতীয়বার তাহার জানাজা পড়িতে হইবে, ইহা কাজিখানে আছে। —আঃ ১।১৭০

এমাম আবু ইউছুফের অন্য রেওয়াএতে আছে, তাহাকে গোছল দিতে হইবে, কিন্তু দ্বিতীয়বার তাহার জানাজা পড়িতে হইবে না, ইহা যেরূপ নাপাক ব্যক্তি পানি অভাবে তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িয়াছে, তৎপরে পানি পায়, ইহাতে তাহার দ্বিতীয়বার নামাজ পড়িতে হয় না। একজন লোককে বিনা গোছলে দফন করা হইয়াছে, তাহার কবরের উপর জানাজা পড়া হইবে, তাহার গোর খনন করিয়া তাহাকে বাহির করা হইবে না, ইহা এমাম মোহাম্মদের রেওয়াএত। আরও তিনি নাওয়াদের কেতাবে লিখিয়াছেন, একটি লাশকে কাফন পরান হইয়াছে, কিন্তু তাহার একটি অঙ্গ ধৌত করা হয় নাই, এক্ষেত্রে তাহার সেই অঙ্গটি ধৌত করিতে হইবে। আর যদি একটি অঙ্গুলী কিম্বা তত্তুল্য স্থান ধৌত করা না হইয়া থাকে, তবে উহা ধৌত করিতে হইবে না। জীবিতেরা একটি লাশকে ধৌত করাইয়া দিয়াছে, কিন্তু গোছলের নিয়ত করে নাই, তবে গোছল জায়েজ হইবে।—কাজিখান।

যদি কোন লাশের উপর নদীর পানি প্রবাহিত হয় কিম্বা তাহার শরীর বর্ষার পানিতে বিধৌত হইয়া যায়, তবে ইহা গোছল বলিয়া গণ্য হইবে না। যদি কেহ ডুবিয়া মরিয়া থাকে, তবে ইমাম আবু ইউছুফের মতে তাহাকে উঠাইয়া তিনবার ধৌত করাইবে। ইমাম মোহাম্মদের এক রেওয়াএতে আছে, পানি হইতে উঠাইবার সময় গোছলের নিয়ত করিয়া থাকিলে, আর দুইবার ধৌত করাইবে তাঁহার অন্য রেওয়াএতে আছে যে, একবার ধৌত করাইবে। কাজিখান।

কাফনের মছলা

কাফন দেওয়া ফরজে-কেফায়া, ইহা ফৎহোল-কদিরে আছে। পুরুষের কাফন তিন কাপড়—দুই চাদর, একখানাকে এজার ও দ্বিতীয়খানাকে লেফাফা বলা হয়, তৃতীয় পিরহান। ইহাকে ছুন্নত কাফন বলা হয়। কেবল দুই চাদর দিলেও চলিতে পারে, ইহাকে কাফনে-কেফায়া বলা হয়। অভাব পক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই কাফন দেওয়া জায়েজ হইবে, ইহাকে জরুরী কাফন বলা হয়। ইহা কাঞ্জে আছে। এজার মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা হইবে। লেফাফা ঐরূপ লম্বা হইবে। ইহা হেদায়াতে আছে। পিরহান গলা হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা হইবে, ইহা হেদায়াতে আছে। পিরহানের দুই আস্তিন ও গলাবন্ধ হইবে না, ইহা কাফি কেতাবে আছে। জাহেরে রেওয়াএত অনুসারে কাফনে পাগড়ী দিতে হইবে না। ফাতাওয়াতে আছে, শেষ জামানার আলেমগণ আলেমের জন্য পাগড়ী উত্তম মনে করিয়াছেন, উহার শামলা সম্মুখের দিকে থাকিবে, ইহা জীবনের অবস্থার বিপরীত। ইহা জওহারা নাইয়েরাতে আছে। আঃ, ১।১৭০ পৃষ্ঠা।

মোজতাবাতে আছে, সমধিক ছহিহ মতে পাগড়ী মকরুহ হইবে শেষ জামানার বিদ্বানগণ আলেম ও শরিফগণের জন্য উহা উত্তম মনে করিয়াছেন। কাহাস্তানি বলেন, ছহিহ মতে পাগড়ী উত্তম। কেহ কেহ বলেন, শরিফ হইলে পাগড়ী দিবে। কেহ বলেন, যদি ওয়ারেছ মধ্যে নাবালেগ না থাকে, তবে উহা দিতে হইবে। প্রত্যেক অবস্থাতে পাগড়ী দিবে না, ইহা মুহিতে আছে। সমধিক ছহিহ মতে প্রত্যেক অবস্থাতে পাগড়ী মকরুহ হইবে, ইহা জাহেদীতে আছে।

স্ত্রীলোকের ছুন্নত কাফন পাঁচ কাপড়—দুই চাদর, পিরহান, মোয়বন্দ এবং ছিনাবন্দ। দুই চাদর ও মোয়বন্দ দিলে চলিতে পারে

ইহা স্ত্রীলোকের কাফনে-কেফায়া। এইরূপ কাঞ্জে আছে। ছিনাবন্দ স্ত্রীলোকের স্তন হইতে নাভি পর্য্যন্ত প্রস্থ হইবে, ইহা কাঞ্জের টীকা আয়নি ও তবইন কেতাবে আছে। জওহারা-নাইয়েরা কেতাবে আছে, ছিনাবন্দের দুই জন হইতে উক্ত পর্য্যন্ত প্রস্থ হওয়া উত্তম। স্ত্রীলোকের দুই কাপড় এবং পুরুষ লোকের এক কাপড় কাফন দেওয়া মকরুহ, কিন্তু জরুরত হইলে, মকরুহ হইবে না, ইহা কাঞ্জের টীকা আয়নিতে আছে। বালেগ প্রায় বালকের কাফন বালেগ পুরুষের ন্যায় এবং বালেগা প্রায় বালিকার কাফন বালেগা স্ত্রীলোকের ন্যায় দিতে হইবে। নাবালেগ ছেলের কাফন বালেগ পুরুষের ন্যায় ও নাবালেগা মেয়ের কাফন বালেগা স্ত্রীলোকের ন্যায় দেওয়া উত্তম, ইহা কাজিখানে আছে। নাবালেগ ছেলের কাফন এক কাপড় দিলেও চলে এবং নাবালেগা মেয়ের কাফন দুই কাপড় দিলেও যথেষ্ট হইতে পারে, ইহা তবইন কেতাবে আছে। যে নপুংসকের পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোকের কোন একটি হওয়া সাব্যস্ত হয় নাই, এহতিয়াতের জন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় তাহার কাফন দিতে হইবে। রেশম, কুসুম ও জাফেরান রংয়ের কাপড়ের তাহার কাফন দিবে না। ইহা জাওহারানাইয়েরাতে আছে। পুরুষেরা জীবদ্দশায় দুই ঈদে যেরূপ কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে এবং স্ত্রীলোকেরা পিতা-মাতার সাক্ষাৎকালে যেরূপ কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে, উভয়ের কাফন সেইরূপ কাপড়ে দিবে। ইহা জাহেদীতে আছে। স্ত্রীলোকদিগকে রেশম, কুসুম ও জাফরান রংয়ের কাফন দিলে দোষ হইবে না, পুরুষদিগের পক্ষে উহা মকরুহ হইবে। সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া সমধিক উত্তম। ইহা নেহায়া কেতাবে আছে। কাফন দিতে নূতন ও পুরাতন কাপড় একই সমান, ইহা জওহারাতে আছে। পুরুষের পক্ষে তাহার জীবদ্দশায় যে কাপড় পরিধান করা হালাল হইবে, মৃত্যুর পরে সেই কাপড়ে কাফন দেওয়া হালাল হইবে। তাহার জীবদ্দশায়

কাপড় পরিধান করা হালাল নহে, কাফনে উক্ত কাপড় দেওয়া হালাল হইবে না। ইহা শরহে তাহাবীতে আছে। যদি টাকাকড়ি বেশী থাকে এবং ওয়ারেছরা অল্প থাকে তবে ছুন্নত কাফন দেওয়া উত্তম হইবে। ইহার বিপরীত হইলে, কাফনে কেফাএত দেওয়া উত্তম, ইহা জাহীরিয়াতে আছে। যদি ওয়ারেছগণ দুই কাপড় কিম্বা তিন কাপড় কাফন দেওয়াতে মতভেদ করে তবে তিন কাপড় কাফন দিবে, কেননা ইহা ছুন্নত, ইহা জহোরাতে আছে। কাফন পরাইবার নিয়ম এই যে, পুরুষের জন্য প্রথমে লেফাফা নামীয় চাদরটি বিছাইবে, তৎপরে উহার উপর এজার নামীয় দ্বিতীয় চাদরটি বিছাইবে। তৎপরে লাশটাকে ইজারের উপর রাখিয়া পিরহান পরাইবে এবং হানুত নামীয় সুগন্ধি দ্রব্য তাহার মস্তক, দাড়ি ও অন্যান্য শরীরে লাগাইবে। ইহা মুহিতে আছে। কিন্তু হেদায়া কেতাবের ১৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, প্রথমে চাদর বিছাইবে তৎপরে ইজার বিছাইবে তৎপরে লাশটাকে পিরহান পরাইয়া ইজারের উপর স্থাপন করিবে। পুরুষের পক্ষে জাফেরান এবং আরছ ব্যতীত অন্যান্য প্রকার সুগন্ধ লাগাইলে কোন দোষ হইবে না। ইহা ইজাহ কেতাবে আছে। তাহার চেহারা, নাক, দুই হাত, দুই হাটু ও দুই পায়ে কাফুর লাগাইবে, তৎপরে বাম দিক হইতে তাহার উপর এজার মুড়িবে। তৎপরে ডাহিন দিক হইতে উহা মুড়িবে, তৎপরে লেফাফাখানা ঐরূপ মুড়িবে। ইহা মুহিতে আছে। যদি কাফন খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে কোন বস্তু দিয়া বাঁধিয়া দিবে। ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে। স্ত্রীলোকের জন্য প্রথমে লেফাফা ও এজার পুরুষের লেফাফা ও এজারের ন্যায় বিছাইবে, তৎপরে তাহাকে ইজারের উপর রাখিবে, তৎপরে তাহাকে পিরহান পরাইবে এবং তাহার চুলকে দুইভাগ করিয়া পিরহানের উপর বক্ষদেশ রাখিবে, তৎপরে মোয়বন্দকে উহার উপর রাখিবে, তৎপরে ইজার ও লেফাফা পুরুষের ইজার ও

লেফাফার ন্যায় মুড়িবে। তৎপরে ছিনাবন্দকে সমস্ত কাফনের উপর স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে বাঁধিবে ইহা মুহিতে আছে। এস্থলেও পিরহানি পরাইয়া ইজারের উপর রাখা সহজ নিয়ম বুঝিতে হইবে। লাশকে কাফনে ঢাকিবার পূর্ব্বে কোন পাত্রে লোবান কিম্বা কোন সুগন্ধি বস্তু জ্বালাইয়া বেজোড়বার অর্থাৎ এক, তিন কিম্বা পাঁচবার উহার চারিদিকে ঘুরাইবে, পাঁচবারের অধিক এইরূপ করিবে না। ইহা কাঞ্জের টীকা আয়নিতে আছে। লাশকে তিনবার এইরূপ সুগন্ধি দ্রব্যের ধোয়া দেওয়া হইবে—প্রথম তাঁহার প্রাণ বাহির হওয়ার সময়, ইহা দুর্গন্ধ নাশের জন্য করা হয়; দ্বিতীয় তাহার গোছল দেওয়ার সময়; তৃতীয় তাহাকে কাফন দেওয়ার সময়। লাশকে গোরের দিকে লইয়া যাওয়ার সময় তাহার পশ্চাতে ধোয়া দিবে না, ইহা তবইনে আছে।

যে ব্যক্তি এহরাম বাধা অবস্থায় মারা গিয়া থাকে, তাহাকেও লোবানের ধোয়া দেওয়া হইবে, তাহার চেহারা ও মস্তক ঢাকিয়া দেওয়া হইবে। যেরূপ আজাদ স্ত্রীলোককে ধোয়া দেওয়া হইয়া থাকে, সেইরূপ কৃতদাসীকেও ধোয়া দেওয়া হইবে। ইহা মুহিতে আছে। যদি মৃতের টাকাকড়ি থাকে, তবে উহা হইতে কাফন দিতে হইবে, দেনা পরিশোধ, অছিএত পালন ও ওয়ারেছদিগের ভাগ বন্টন করার পূর্বে ছুন্নত কাফন দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য যদি উহা বন্ধকি মাল হয়, তবে উহা দ্বারা কাফন দিবে না। ইহা তবইনে আছে। আর যদি মৃতের অর্থ সম্পত্তি না থাকে, তবে যাহার উপর তাহার খোরপোশ দেওয়া ওয়াজেব ছিল, তাহার উপর কাফন দেওয়া ওয়াজেব হইবে। স্ত্রী মরিয়া গেলে, যদিও তাহার নিজের টাকাকড়ি থাকে; তবু স্বামীর উপর তাহার কাফন দেওয়া ওয়াজেব হইবে ইহা এমাম আবূ ইউসুফের মত, ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, ইহা কাজিখানে আছে। যদি স্বামী মরিয়া যায়, আর তাহার

কোন টাকাকড়ি না থাকে, কিন্তু তাহার স্ত্রী অর্থশালিনী হয়, তাহার উপর স্বামীর কাফন দেওয়া ওয়াজেব হইবে না ইহা সকল এমামের মত, ইহা মুহিতে আছে। যদি মৃতের এরূপ কোন লোক না থাকে যাহার উপর তাহার খোরপোশ দেওয়া ওয়াজেব হইতে পারে, তবে তাহার কাফন-বয়তুল মাল তহবিল হইতে দেওয়া হইবে। আর যদি বয়তুল-মালের ব্যবস্থা না থাকে তবে মুসলমানদিগের উপর তাহার কাফন দেওয়া ওয়াজেব হইবে। যদি মুসলমানেরা কাফন দিতে সক্ষম না হয়, তবে তাহারা অন্যান্য লোকদিগের নিকট ছওয়াল করিয়া কাফনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা জাহেদীতে আছে। এতাবিয়াতে আছে, যদি কাপড় না পাওয়া যায়, তবে তাহাকে গোছল দিয়া তাহার উপর এজখার ঘাষ রাখিয়া দফন করিবে, পরে তাহার গোরের উপর তাহার জানাজা পড়িবে। ইহা তাতারখানিয়াতে আছে। একজন মহল্লার মছজেদে মারা গিয়াছে, তৎপরে তাহাদের মধ্যে একজন লোকদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাহার কাফনের ব্যবস্থা করিল, এক্ষেত্রে যদি চাঁদার কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, এক্ষেত্রে যদি জানিতে পারে যে কাহার নিকট হইতে সেই অবশিষ্ট চাঁদা লইয়াছে, তবে উহা তাহাকে ফেরৎ দিবে আর যদি না জানিতে পারে, তবে তদ্দারা দরিদ্রের কাফন দিবে। আর যদি তাহাও সম্ভব না হয়, তবে উহা অন্য দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিবে। ইহা কাজিখানে আছে। যদি কাহারও কাফন চুরি হইয়া যায় এবং লাশ তাজা থাকে, তবে তাহার মাল হইতে দ্বিতীয়বার তাহার কাফন দেওয়া হইবে। আর যদি তাহার ভাগ বন্টন হইয়া গিয়া থাকে, তবে ওয়ারেছদিগের উপর কাফন দেওয়া ওয়াজেব হইবে, মহাজনদিগের ও অছিএত কৃত লোকদিগের উপর উহা দেওয়া ওয়াজেব হইবে না। আর যদি পরিত্যক্ত সম্পত্তি দেনার অতিরিক্ত না হয়, এক্ষেত্রে যদি মহাজনেরা তাহাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইয়া না থাকে,

তবে উহা হইতে কাফন দিবে। আর যদি তাহারা উহা আদায় করিয়া লইয়া থাকে, তবে তাহাদের নিকট হইতে কিছু ফেরৎ লওয়া হইবে না আর যদি তাহার শরীর বিগলিত হইয়া থাকে, তবে একখানা কাপড় কাফন দিলেই যথেষ্ট হইবে। যদি কোন লাশকে হিংস্র জন্তু খাইয়া থাকে এবং তাহার কাফন পড়িয়া থাকে, তবে ফারাএজি সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। আর যদি কোন বেগানা লোক কিম্বা কোন আত্মীয় নিজের অর্থ হইতে কাফন দিয়া থাকে, তবে সেই কাফনদাতা উহা পাইবে, ইহা মে'রাজোদ্দেরায়া কেতাবে আছে।— আঃ, ১।১।—১৭০।১৭১।

নওয়াদের কেতাবে আছে, যদি কোন স্ত্রীলোক পিতা ও পুত্রকে ত্যাগ করিয়া যায়, তবে প্রত্যেকে ফারাএজি স্বত্বের পরিমাণ কাফন দিতে বাধ্য হইবে। যদি কেহ একটি লাশের কাফন নিজ অর্থ হইতে দিয়া থাকে, তৎপরে সে উহা অন্য লোকের নিকট প্রাপ্ত হয় তবে সে উহা তাহার নিকট হইতে ফেরৎ লইবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি সেই কাপড় মৃতের ওয়ারেছগণকে দান করিয়া থাকে এবং ওয়ারেছরা উহা দ্বারা কাফন দিয়া থাকে, তবে প্রাপ্ত কাফনের সমধিক হকদার ওয়ারেছগণ হইবে। যদি একজন জীবিত উলঙ্গ থাকে এবং একজন মৃত, আর উভয়ের সঙ্গে মাত্র একখানা কাপড় থাকে, যদি কাপড়খানা জীবিত ব্যক্তির স্বত্ত্ব হয়, তবে সে উহা দ্বারা কাফন না দিয়া নিজেই পরিধান করিবে। আর যদি উহা মৃতের কাপড় হয়, তবে তদ্দারা কাফন দিয়া দিবে। মৃতের জীবিত থাকা কালে যাহাদের উপর তাহার খোরপোশ দেওয়া ওয়াজেব নহে, যথা চাচা, ফুফি, মামু ও খালার আওলাদ, তাহারা উক্ত ব্যক্তির কাফন দিতে বাধ্য হইবে না। যদি কাফনের কাপড় জ্বলিয়া যায় এবং উহা কাফনের উপযুক্ত না থাকে, তবে মোতাওয়াল্লির পক্ষে উহা দান করা জায়েজ হইবে না, বরং উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্যে নূতন

কাফন খরিদ করিতে ব্যয় করিবেঃ—কাজিখান।

জানাজা নামাজ

জানাজা নামাজ ফরজে কেফায়া, একা কিম্বা এক জামায়াত পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক উহা আদায় করিলে, সমস্ত লোক উহার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আর যদি কেহই উহা আদায় না করে, তবে সমস্ত লোক গোনাহগার হইবে, ইহা তাতারখানিয়াতে আছে। জানাজা একা ইমাম পড়িলে আদায় হইয়া যাইবে, জানাজার জন্য জামায়াত শর্ত্ত নহে। ইহা নেহায়াতে আছে। জানাজা নামাজের কয়েকটি শর্ত্ত ও দুইটি রোকন আছে, প্রথম শর্ত্ত মৃতের মুছলমান হওয়া, দ্বিতীয় শর্ত্ত সম্ভব হইলে, তাহার পাক হওয়া, তৃতীয় শর্ত্ত লাশের উপস্থিত থাকা, চতুর্থ শর্ত্ত লাশটিকে জমিনে রাখা, পঞ্চম শর্ত্ত উহা ইমামের সম্মুখে থাকা, ষষ্ঠ শর্ত্ত জানাজা পাঠকারি ইমামের হাদীছে হকিকি ও হুকমি হইতে পাক হওয়া, সপ্তম শর্ত্ত ইমামের কেবলামুখী হওয়া, অষ্টম শর্ত্ত গুপ্তস্থান ঢাকা, নবম শর্ত্ত নিয়ত করা। মূল কথা, অন্যান্য নামাজে যে বিষয়গুলি শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, জানাজা নামাজে সেই বিষয়গুলি শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইবে, ইহা বাদায়ে ও তবইন কেতাবে আছে। যদি পানি অভাবে, কিম্বা অন্য কারণে লাশটাকে বিনা গোছলে দফন করা হইয়া থাকে এবং কবর খনন করা ব্যতীত লাশটিকে বাহির করা সম্ভব না হয়, তবে জরুরতের জন্য তাহার গোরের নিকট জানাজা জায়েজ হইবে। আর যদি গোছলের পূর্বে তাহার জানাজা পড়িয়া দফন করা হয়, তবে এই জানাজা বাতীল হইবে, দ্বিতীয় বার জানাজা পড়িতে হইবে। ইহা তবইনে আছে। মৃতের রাখার স্থান পাক হওয়া শর্ত্ত নহে, ইহা

মোজমারাত কেতাবে আছে। যদি ইমাম নাপাক থাকে, তবে জানাজা দোহরাইতে হইবে। আর যদি ইমাম পাক থাকে এবং মোক্তাদিগণ নাপাকি থাকে, তবে এমামের নামাজ ছহিহ না হইলেও জানাজা দোহরাইতে হইবে না। ইহা খোলাছাতে আছে। ছওয়ার অবস্থায় জানাজা পড়িলে জায়েজ হইবে না, ইহা মুহিতে আছে। অনুপস্থিত লাশের জানাজা জায়েজ হইবে না, লাশ কোন চতুষ্পদের পৃষ্ঠে থাকিলে, কিম্বা এমামের পশ্চাতে থাকিলে, জানাজা জায়েজ হইবে না। ইহা নহরোল ফায়েকে আছে। যে কার্য্যে অন্যান্য নামাজ নষ্ট হইয়া যায়, সেই কার্য্যে জানাজা নামাজ নষ্ট হইয়া যায়, কেবল স্ত্রীলোক পুরুষদিগের বরাবর দাঁড়াইলে জানাজা নষ্ট হয় না, ইহা জাহেরীতে আছে।—আঃ, ১।১৭৪।১৭৫।

কিনিয়া কেতাবে আছে, মৃত এবং এমামের কাপড়, শরীর ও স্থান নাপাকি হইতে পাক হওয়া উভয়ের গুপ্তস্থান ঢাকা শর্ত্ত। এরূপ মেফতাহ মোজতাবা ও তজরিদে এছমাইলে আছে। তাতারখানিয়াতে আছে, কাজিখান জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, মৃতের স্থান জানাজা নামাজের শর্ত্ত কি না? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, যদি লাশ খাটিয়ার উপরে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে জানাজা জায়েজ হইবে। যদি মাটির উপরে থাকে, তবে এ সম্বন্ধে কোন রেওয়াতে নাই, জায়েজ হওয়া উচিত। এইরূপ কাজি বদরুদ্দিন জওয়াব দিয়াছেন। তাহতাবি খাজানা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, যদি প্রথম হইতে নাপাক বস্ত্রে দাফন দেওয়া হয় তবে জায়েজ হইবে না, কিন্তু মৃতের নাপাক হওয়ার জন্য কাফন নাপাক হইলে, কোন ক্ষতি হইবে না। এইরূপ যদি মৃতের শরীর তাহার পেট হইতে নাপাকি বাহির হওয়ায় নাপাক হইয়া যায়, ইহা কাফন দেওয়ার পূর্ব্বে হইলে ধৌত করা হইবে, কাফন দেওয়ার পরে হইলে করিতে হইবে না। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, বাহিরের কোন নাপাকি মৃতের শরীরে কিম্বা কাফনে

লাগিলে, জানাজা জায়েজ হইবে না। যদি স্ত্রীলোক জানাজায় পুরুষদের এমাম হয়, তবে পুরুষদের নামাজ ছহিহ না হইলেও জানাজা আদায় হইয়া যাইবে। এমামের বালেগ হওয়া শর্ত, যদি নাবালেগ এমাম হয়, তবে এমামত জায়েজ না হইলেও ইহাতে ফরজে কেফায়া আদায় হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এমাম ওস্তোরোশনি বলিয়াছেন, জায়েজ হইবে না, এবনোল-হোমাম বলেন, জায়েজ হইবে। জামেয়োল-ফাতাওয়াতে ইহা সমর্থন করা হইয়াছে—আঃ, ১।৬০৬।৬০৭।

জানাজা নামাজের দুইটি রোকন আছে, প্রথম চারি তকবির, দ্বিতীয় দাঁড়াইয়া পড়া। বিনা ওজরে জানাজা বসিয়া পড়িলে, জায়েজ হইবে না। যদি স্বেচ্ছায় লাশের দুই পায়ের স্থলে মস্তক রাখে, তবে ছহিহ হইবে, কিন্তু ছুন্নত নিয়মের খেলাফ হওয়ায় মন্দ কার্য্য হইবে।—দোঃ ১।৭০।

যদি কেহ উহার এক তকবির ত্যাগ করে, তবে তাহার জানাজা নামাজ বাতিল হইবে। ইহা কাফিতে আছে। যদি অলি এমাম হইয়া পীড়িত অবস্থায় বসিয়া নামাজ পড়ে, আর মোক্তাদিগণ তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ে, তবে উহা জায়েজ হইবে। ইহা কাজিখানে আছে, যদি ভুলক্রমে কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িয়া থাকে, যদি প্রকৃত কেবলা পাওয়ার চেষ্টা করিয়া উহা পড়িয়া থাকে, তবে জায়েজ হইবে, নচেৎ না। জানাজার দোয়া, ছানা ও দরুদ পাঠ ছুন্নত। গাঃ, ১।৯০৯।

যদি উপস্থিত লোকগণের সংখ্যা ৭ হয়, তবে মোক্তাদিগণ তিন সারিতে দাঁড়াইবেন, এমাম সর্ব্বাগ্রে; তৎপর সারিতে তিন জন, তৎপর সারিতে ২ জন এবং শেষ সারিতে একজন দাঁড়াইবে, ইহা তাতারখানিয়াতে আছে। এমাম পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয় লাশের বক্ষঃদেশের বরাবর দাঁড়াইবে, ইহাই সমধিক উৎকৃষ্ট মত যদি অন্য

স্থানে দাঁড়ায় তবে জায়েজ হইবে। প্রথম তকবিরের পরে ছানা পড়িবে, দ্বিতীয় তকবিরের পরে নবি (ছাঃ)এর উপর দরুদ পড়িবে, (ছানাতে অতায়া'লা জাদ্দোকা'র পরে وجل ثنائك 'অজাল্লা ছানায়োকা' যোগ করিতে হইবে। তৃতীয় তকবীরের পরে মৃত এবং মুছলমানগণের জন্য দোয়া করিবে। উহার জন্য কোন নির্দ্ধারিত দোয়া নাই, হজরত নবি (ছাঃ) হইতে নিম্নোক্ত দোয়া উল্লিখিত হইয়াছে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ *

"আল্লাহুম্মাগফের লেহাইয়েনা অমাইয়েতেনা অ-শাহেদেনা অগায়েবেন অছগিরেনা অকাবিরেনা অজাকারেনা অ-উনছানা আল্লাহুম্মা মান আহইয়ায়তাহু মেন্না ফা-আহয়েহি আলাল ইছলাম অমান তাওয়াফ্ফায়তাহু মেন্না ফাতাওয়াফাহু আলাল ইমান।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, মৃত নাবালেগ ছেলে হইলে, নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا وَّاَجْرًا

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا *

"আল্লাহুম্মাজয়ালহো লানা ফারতা। আল্লাহুম্মাজয়াল হো লানা জোখরাঁও অ-আজরা আল্লাহুম্মাজয়াল হোলানা শাফেয়াঁও অমোশাফফায়া।"

যদি নাবালেগা মেয়ে হয়, তবে শাফেয়াঁও স্থলে শাফেয়াতাওঁ এবং মোশাফফায়া স্থলে মোশাফফায়াহ বলিবে।

যদি উক্ত দোয়া ভালরূপ স্মরণ থাকে তবে পড়িবে। আর যদি ভালরূপ স্মরণ না থাকে, তবে যে দোয়া ইচ্ছা করে, পড়িতে পারে। তৎপরে চতুর্থ তকবির পড়িয়া দুই ছালাম ফিরাইবে। চতুর্থ তকবিরের পরে ছালামের পূর্ব্বে কোন দোয়া নাই। ইহা কাজিখানের জামে ছগিরের টীকাতে আছে। ইহা জাহের-মজহাব, ইহা কাফিতে আছে। তকবির ব্যতীত সমস্ত বিষয় গোপনে পড়িবে। ইহা তবইনে আছে। উহাতে কোরআন পড়িবে না, যদি দোয়ার নিয়তে ছুরা ফাতেহা পড়ে, তবে উহা দোষ হইবে না। যদি কেরাতের নিয়তে ছুরা ফাতেহা পড়ে, তবে উহা জায়েজ হইবে না। ইহা মুহিতে-ছারাখছিতে আছে। প্রথম তকবির ব্যতীত দুই হাত উঠাইবে না, ইহা জাহেরে-রেওয়াএত, ইহা কাঞ্জের টীকা আয়নিতে আছে। এমাম ও মোক্তাদিগণ উক্ত বিষয়ের তুল্য, ইহা কাফিতে আছে। দুই ছালামে মৃতকে ছালাম দেওয়ার নিয়ত করিবে না, বরং প্রথম ছালামে ডাহিন দিকে মোক্তাদিগণকে ছালাম করার নিয়ত করিবে এবং দ্বিতীয় ছালামে বামদিকের মোক্তাদিগণকে ছালাম করার নিয়ত করিবে ইহা ছেরাজে-অহ্যাজ, কাজিখান, ও জহিরিয়া কেতাবে আছে। যদি ইমাম পঞ্চম তকবির পড়ে, তবে মোক্তাদীগণ তাঁহার তাবেদারি করিবে না, বরং বিলম্ব করিয়া ইমামের সঙ্গে ছালাম ফিরাইবে, ইহা ইমাম আবু হানিফার এক রেওয়াএত, ইহাই সমধিক ছহিহ মত। ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে। একজন অনুপস্থিত লোক ইমামের তকবির পড়ার পরে উপস্থিত হইলে, সে প্রথম তকবির না পড়িয়া অপেক্ষা

করিতে থাকিবে, যখন ইমাম দ্বিতীয় তকবির পড়িবে, তখন সে তাহার সঙ্গে এই তকবির পড়িবে, তৎপরে ইমাম ছালাম ফিরাইলে, লাশ উঠাইবার পূর্ব্বে ফওত তকবিরটি পড়িয়া লইবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা ও মোহম্মদ (রঃ)-র মত। এইরূপ যদি ইমাম দুই কিম্বা তিন তকবির পড়িবার পরে কেহ উপস্থিত হয়, তবে ইমামের ছালাম ফিরানোর পরে উক্ত তকবিরগুলি পড়িয়া লইবে। ইহা ছেরাজ অহ্যাজ কেতাবে আছে। যদি ইমাম চতুর্থ তকবির পড়িবার পরে একজন লোক উপস্থিত হয়, তবে সমধিক ছহিহ মতে তাহার ছালাম ফিরাইবার পূর্ব্বে সে তকবির পড়িয়া নামাজে দাখিল হইয়া যাইবে, ইহা ফৎওয়াগ্রাহ্য মত, ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে। তৎপরে জানাজা উঠাইবার পূর্ব্বে পর পর তিন তকবির পড়িয়া লইবে, উহাতে দোয়া পড়িবে না, ইহা খোলাছা ও কাজিখানে আছে। যদি লাশটি হাতে করিয়া উঠান হইয়া থাকে, কিন্তু এখনও স্কন্ধদেশে স্থাপন করা হয় নাই, তবে জাহেরে রেওয়াএত অনুসারে বাকি তকবিরগুলি পড়িবে না, ইহা জহিরিয়াতে আছে।

যদি একজন লোক ইমামের সঙ্গে থাকে, কিন্তু শিথিলতা বশতঃ ইমামের সঙ্গে তকবির পড়ে নাই, কিন্তু সে নিয়ত করিতে বিলম্ব করায় তকবির পড়িতে বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছে, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি ইমামের দ্বিতীয় তকবির পড়ার পূর্ব্বে প্রথম তকবির পড়িয়া লইবে। ইহা তিন ইমামের মত। ইহা কাজিখানের জামে' ছগিরের টীকায় লিখিত আছে। যদি কেহ ইমামের সঙ্গে প্রথম তকবির পড়ে এবং (গাফেলি বশতঃ কিম্বা ভ্রমবশতঃ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় তকবীর না পড়ে, তবে সে প্রথমে সেই দুই তকবির পড়িয়া লইয়া পরে ইমামের সঙ্গে চতুর্থ তকবির পড়িবে, ইহা কাজিখানে আছে।

যদি ইমাম ভ্রমবশতঃ তিন তকবিরের পরে ছালাম ফিরিয়া

ফেলে, তবে ইহা বুঝিবার পরে চতুর্থ তকবির পড়িয়া ছালাম দিবে। ইহা তাতার-খানিয়াতে আছে।—আঃ ১।১৭৪।১৭৫। যদি একজন লোক প্রথম তকবির কালে উপস্থিত থাকিয়াও তকবির পড়িল না, দ্বিতীয় কালে তকবির পড়িল, তবে সে ব্যক্তি ইমামের ছালামের পরে প্রথম তকবির পড়িয়া লইবে—কাজিখান।

জানাজা নামাজের ঈমামতের উপযুক্ত বাদশাহ, যদি তিনি উপস্থিত না হন, তবে কাজি সমধিক উপযুক্ত, তিনি উপস্থিত না হইলে, মহল্লার ইমাম সমধিক উপযুক্ত, তিনি উপস্থিত না হইলে, অলি সমধিক উপযুক্ত, ইহা অধিকাংশ মতনের কেতাবে আছে। হাছান (রঃ) ইমাম আজম হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, যদি খলিফা উপস্থিত থাকেন, তবে তিনিই সমধিক উপযুক্ত, তাহার অনুপস্থিতিতে সহরের হাকিম সমধিক উপযুক্ত, তিনি অনুপস্থিত থাকিলে, কাজি সমধিক উপযৃক্ত, তিনি উপস্থিত না হইলে শহর কোতওয়াল সমধিক উপযুক্ত, তিনি উপস্থিত না হইলে, মহল্লার ইমাম সমধিক উপযুক্ত, তিনি উপস্থিত না থাকিলে, তাহার আত্মীয়গণের সমধিক নিকটবর্ত্তী ব্যক্তি অধিকতর উপযুক্ত, আমাদের অধিকাংশ ফকিহ এই রেওয়াএত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা কেফায়া নেহায়া, মে'রাজোদ্দেরায়া ও এনায়া কেতাবে আছে। আঃ, ১।১৭৩।

প্রথমে বাদশাহ অগ্রগণ্য হইবেন, তৎপরে তাহার প্রতিনিধি শহরের (আমির), তৎপরে কাজি, তৎপরে শহর কোতওয়াল, তৎপরে আমিরের খলিফা, তৎপরে কাজির খলিফা, তৎপরে শহর কোতওয়ালের খলিফা, তৎপরে মহল্লার খাস মসজিদের ইমাম অগ্রগণ্য হইবেন। বাদশাহ, কাজি, শহর কোতওয়ালকে ইমাম করা ওয়াজেব, আর মহল্লার ইমামকে ইমাম করা মোস্তাহাব—যদি তিনি অলি হইতে আফজল হন, নচেৎ অলিই আফজল হইবে, ইহা মোজতাবা ও শরহে-মাজমা কেতাবে আছে। শরহে-মনইয়াতে আছে,

যদি মৃত জীবিত অবস্থায় মহল্লার ইমামের পশ্চাতে নামাজ পড়িতে রাজি থাকে, তবে তাহাকে অগ্রগণ্য করা মস্তাহাব, আর যদি নারাজ থাকে, তবে তাহাকে অগ্রগণ্য করা মস্তাহাব নহে। দেরায়া কেতাবে আছে, জামে মছজিদের এমাম মহল্লার মছজিদের ইমাম অপেক্ষা সমধিক উপযুক্ত হইবেন। শাঃ ১।৯১৯-৯২০।

কাজিখানে আছে—

মৃতের অলিগণ এবং মহল্লার ইমাম উপস্থিত হইলে, অলিগণের পক্ষে মহল্লার এমামকে জানাজার এমাম করা উত্তম। মহল্লার ইমাম উপস্থিত না থাকিলে, মোয়াজ্জেমের পক্ষে অলিগণের ইমাম হওয়ার দাবি অগ্রগণ্য হইতে পারে না।

বাদশাহ, শহরের হাকেম, কাজী ও শহর কোতওয়াল অলিগণের বিনা অনুমতিতে এমাম হইতে পরেন, আর তাঁহারা যাহাকে ইচ্ছা করেন, ইমাম নিয়োজিত করিতে পারেন, তাহাদের বিনা অনুমতিতে কেহ ইমাম হইতে পারে না। যদি মৃতের পিতা ও মহল্লার ইমাম উপস্থিত থাকেন, তবে কোন্ ব্যক্তি সমধিক উপযুক্ত হইবেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। শামছোল-আএম্মায় হোলোওয়ানি বলিয়াছেন, মহল্লার ইমাম ইমামতিতে পিতা অপেক্ষা সমধিক উপযুক্ত। হাছান, আবু হানিফা (রঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, পিতা সমধিক উপযুক্ত মহল্লার ইমাম তাহার বিনা অনুমতিতে ইমাম হইতে পারেন না। আছাবাতের তরতিব অনুসারে অলি নির্দ্ধারিত হইবেন, সমধিক নিকট সম্পর্কের অলি অগ্রগণ্য হইবে, নেকাহ অধ্যায়ে এই অলিগণের বিবরণ লিখিত আছে, উহার তরতিব এই—প্রথম পুত্র, তৎপরে পৌত্র, যত নিম্নে যাউক, তৎপরে পিতা, দাদা, পরদাদা যত উর্দ্ধে যাউক, তৎপরে সহোদর ভাই, তৎপরে বিমাতা ভাই, তৎপরে সহোদর ভাইয়ের পুত্রগণ, যত নিম্নে যাউক, তৎপরে হকিকি চাচা (পিতার সহোদর ভাই), তৎপরে আল্লাতি চাচা (পিতার বিমাতা

ভাই), তৎপরে উক্ত নিয়মে তাহাদের পুত্র, পৌত্রগণ। তৎপরে দাদার হকিকি ভাই, তৎপরে দাদার বিমাতা ভাই, তৎপরে এই তরতিবে তাহাদের পুত্রগণ, পৌত্রগণ, প্রপৌত্রগণ। আঃ—১।৩০১।

ফকিহগণের ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কোন মৃতের পিতা ও পুত্র থাকিলে, উভয়ের মধ্যে অগ্রগণ্য কে হইবে, কাজিখানে আছে, ইমাম আবু হানিফার এক রেওয়াএতে আছে, সমস্ত অলি অপেক্ষা পিতা সমধিক উপযুক্ত। ইমাম মোহাম্মদের মতে একটি স্ত্রীলোকের পিতা, পুত্র ও স্বামী থাকিলে, পিতা ইমামতিতে অগ্রগণ্য হইবে, তৎপরে পুত্র—যদি সে এই স্বামীর ঔরষজাত না হয়। আর যদি সে এই স্বামীর ঔরষজাত হয়, তবে পিতা অগ্রগণ্য হইবে পরে স্বামী অগ্রগণ্য হইবে। আলমগিরির ১।১৭৩ পৃষ্ঠায় আছে ;—

পিতা পুত্র অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে, ইহা 'খাজানাতোলমুফতিন' কেতাবে আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা ইমাম মোহাম্মদের মত, আর ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউছুফের মতে পুত্রই সমধিক উপযুক্ত। ছহিহ মত এই যে, উহা কেবল ইমাম মোহাম্মদের মত নহে, বরং তিন ইমামের মত। ইহা তবইন, গেয়াছিয়া ও ফৎহোল-কদিরে আছে। বাহারোর-রায়েকে আছে, পুত্র আলেম ও পিতা নিরক্ষর হইলে, পুত্র অগ্রগণ্য হইবে। শাঃ, ১।৯২০।

স্ত্রীলোক ও নাবালেগ ছেলেদের পক্ষে জানাজা নামাজের ইমামত সম্বন্ধে কোন দাবি চলিতে পারে না। নিকটস্থ অলি দূরবর্ত্তী অলিকে বাদ দিয়া যাহাকে ইচ্ছা করে, ইমাম করিতে পারে। যদি নিকটস্থ অলি এরূপ দূরবর্ত্তী স্থানে থাকে যে, তাহার বাটীতে উপস্থিত হইতে হইতে জানাজা ফওত হইয়া যায়, তবে তৎপরবর্ত্তী অলি এতৎসম্বন্ধে সমধিক উপযুক্ত হইবে। যদি নিকটস্থ অলি অনুপস্থিত থাকিয়া একখানা পত্র দ্বারা অন্যকে ইমাম স্থির করিয়া পাঠায়, তবে তৎপরবর্ত্তী অলি তাহার ইমামতিতে বাধা দিতে পারে।

যে অলি শহরের মধ্যে পীড়িতাবস্থায় থাকে, সে সুস্থ অলির ন্যায় যাহাকে ইচ্ছা ইমাম করিতে পারে, তৎপরবর্ত্তী অলি ইহাতে বাধা দিতে পারে না। যদি দুইজন অলি দরজাতে সমান হয়, তবে বয়সে সমধিক প্রবীণ ব্যক্তিই সমধিক উপযুক্ত হইবে, তাহাদের একজন নিজের শরিক ব্যতীত অন্যকে অপরের বিনা অনুমতি ইমাম করিতে পারে না। যদি উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকে একজন ইমাম স্থির করে, তবে বয়সে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যাহাকে ইমাম করে, সেই ব্যক্তিই অগ্রগণ্য হইবে। ইহা জওহারাতে আছে। কোবরা কেতাবে আছে; মৃত যদি অছিএত করিয়া যায় যে, অমুক ব্যক্তি তাহার জানাজার ইমাম হইবে, তবে এই অছিএত বাতীল বলিয়া গণ্য হইবে, ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে, ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে। একটি ক্রীতদাস মরিয়া গিয়াছে তাহার মনিব, পিতা ও পুত্র এই তিনজন তাহার জানাজার ইমামত লইয়া বিরোধ উপস্থিত করিল, আর পিতা ও পুত্র উভয় আজাদ, একত্রে তাহার মনিব সমধিক উপযুক্ত হইবে, ইহা মুহিতে আছে। ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে, ইহা মোজমারাতে আছে। আমাদের মাজহাবে স্বামী অলি হইবে না, ইহা কাজিখানের জামে ছগিরে আছে। আর যদি মৃতার কোন অলি না থাকে, তবে স্বামী সমধিক উপযুক্ত হইবে। স্বামী না থাকিলে, প্রতিবেশীরা সমধিক উপযুক্ত হইবে। ইহা তবইনে আছে।

যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী ও সজ্ঞান বালেগ পুত্র থাকে, তবে পুত্র অলি হইবে, স্বামী অলি হইবে না, কিন্তু পুত্রের পক্ষে পিতার সম্মুখে জানাজার ইমাম হওয়া মকরুহ হইবে, তাহার পক্ষে পিতাকে ইমাম করিয়া দেওয়া উচিত। আর যদি সেই পুত্র অন্য স্বামীর সন্তান হয়, তবে সে মাতার অন্য স্বামীর ইমাম হইতে পারে, ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে। মৃতের উপর কেবল একবার জানাজা পড়িতে হইবে, দ্বিতীয়বার

নফল ভাবে জানাজা পড়া শরিয়তের আদেশ নহে, ইহা ইজাহ কেতাবে আছে। যদি খলিফা, বাদশাহ, শহরের অধিপতি, কাজি কিম্বা মহল্লার ইমাম একবার জানাজা পড়িয়া থাকেন, তবে অলি নামাজ দোহরাইবে না। আর যদি অন্য কেহ জানাজা পড়িয়া থাকে, তবে অলি নামাজ দোহরাইতে পারে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। যদি অলি জানাজা পড়িয়া থাকে, তবে অন্য কাহারও জন্য উহা দোহরাইয়া পড়া জায়েজ হইবে না। যদি বাদশাহ দোহরাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করেন, তবে দোহরাইতে পারেন। যদি একজন অলি নামাজ পড়িয়া থাকে, আর সেই দরজার অন্যান্য অলি থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে উহা দোহরান জায়েজ হইবে না, ইহা জওহারাতে আছে। যদি অলি ও বাদশাহ ব্যতীত অন্য লোকে জানাজা পড়িয়া থাকে তবে অলি ইচ্ছা করিলে, উহা দোহরাইতে পারে। ইহা হেদায়াতে আছে; এক ব্যক্তি জানাজা পড়িল এবং অলি তাহার পশ্চাতে থাকে যদিও অলি নারাজ থাকে কিন্তু তাহার তাবেদারি করিয়া তাহার সঙ্গে নামাজ পড়িল, এক্ষেত্রে উক্ত নামাজ জায়েজ হইবে এবং অলি উহা দোহরাইবে না। ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। এক ব্যক্তি অন্য শহরে মরিয়া গেল, তৎপরে তাহার পরিজনেরা আসিয়া তাহাকে নিজের বাটিতে লইয়া গেলে, যদি ছুলতান কিম্বা কাজির অনুমতিতে জানাজা পড়া হইয়া থাকে, তবে উহা দোহরান হইবে না, ইহা কাজিখানে আছে। যদি কতকগুলি লাশ একস্থানে সংগৃহীত হয়, তবে ইমাম ইচ্ছা করিলে, পৃথকভাবে প্রত্যেক লাশের জানাজা পড়িতে পারেন। আর ইচ্ছা করিলে সমস্ত লাশের নিয়ত করিয়া একই বারে সমস্তের জানাজা পড়িয়া লইবে। ইহা মোরাজোদ্দেরায়া কেতাবে আছে। সমস্ত লাশের একই বারে জানাজা পড়িতে গেলে, উত্তর দক্ষিণ করিয়া লম্বাভাবে একই সারিতে স্থাপন করিবে, ইমাম তাহাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির নিকট দাঁড়াইবে। আর

ইচ্ছা করিলে পূর্ব্ব-পশ্চিম লম্বা করিয়া লাশগুলিকে পরস্পর সাজাইবে। জীবিতাবস্থায় তাহারা যে তরতিবে ইমামের পশ্চাতে নামাজে দাঁড়াইতেন, সেই তাতিবে ইমামের সম্মুখে তাহাদের লাশগুলি স্থাপন করিবে, শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে ইমামের সম্মুখে, তৎপরে দরজায় নিম্নতর ব্যক্তিকে তাহার পশ্চাতে স্থাপন করিবে। প্রথমে পুরুষদিগকে, তৎপরে নাবালেগদিগকে, তৎপরে নুপুংসদিগকে, তৎপরে স্ত্রীলোকদিগকে, তৎপরে বালেগাপ্রায় মেয়েদিগকে স্থাপন করিবে। ইমাম আজমের হাছান কর্ত্তৃক বর্ণিত রেওয়াএতে আছে, সমস্ত মৃত পুরুষ হইলে তাহাদের মধ্যে দরজা ও বয়সে সমধিক প্রবীণকে ইমামের সম্মুখে স্থাপন করিবে। আর যদি আজাদ ও গোলাম উভয় প্রকার লাশ নীত হয়, তবে প্রত্যেক অবস্থাতে আজাদকে এমামের সম্মুখে স্থাপন করিবে। ইহা ফৎহোল কদিরে আছে। ইমাম জানাজার তকবির শুরু করিলে, দ্বিতীয় একটি লাশ নীত হইল, তিনি প্রথম শুরু করিবেন। যদি দ্বিতীয় লাশ রাখার পরে তিনি দ্বিতীয় তকবিরে উভয় জানাজার নিয়ত করেন, তবে প্রথম জানাজাই হইবে। আর যদি দ্বিতীয় তকবির কালে কেবল দ্বিতীয় জানাজর নিয়ত করিয়া থাকে, তবে প্রথম জানাজা বাতীল হইবে এবং দ্বিতীয় জানাজা জায়েজ হইবে। ইহা শেষ করিয়া প্রথম জানাজা দোহরাইবে, ইহা ছেরাজ অহ্যাজে আছে। জানাজা নামাজে এমামের বায়ু নির্গত হইলে, যদি তিনি অন্যকে অগ্রে করিয়া খলিফা স্থির করেন, তবে ইহা ছহিহ মতে জায়েজ হইবে, ইহা জহিরিয়াতে আছে। যদি জানাজা নামাজ কিম্বা গোছলের পূর্ব্বে লাশকে দফন করা হয়, তবে তিন দিবস অবধি তাহার কবরের নিকট জানাজা পড়িবে। ছহিহ মত এই যে, তিন দিবস নিদ্ধারণ করা লাজেম নহে, বরং উক্ত লাশের ছিন্ন বিছিন্ন হওয়ার প্রতি বিশ্বাস না জন্মান পর্য্যন্ত তাহার জানাজা পড়িবে, ইহা ছেরাজিয়াতে আছে। ঈদগাহ, বাটী ও অন্যান্য স্থানে জানাজা পড়া

একই সমান। ইহা মুহিতে আছে। যে মছজেদে জমায়াত হইয়া থাকে, উহাতে জানাজা পড়া মকরুহ হইবে। লাশ ও নামাজিগণ মছজেদে থাকিলে কিম্বা নামাজিগণ মছজেদে ও লাশ মছজেদের বাহিরে অথবা এমাম ও কতক মোক্তাদি মছজেদের বাহিরে এবং বাকি মোক্তাগণ মছজেদে বালিশ মছজেদে এবং ইমাম ও মোক্তাদিগণ মছজেদের বাহিরে থাকিলে, একই প্রকার মকরুহ হইবে, খোলাছাতে ইহা মনোনীত মত বলা হইয়াছে। বর্ষা কিম্বা এইরূপ কোন ওজরে মছজেদে জানাজা পড়া মকরুহ হইবে না, ইহা কাফিতে আছে। সদর পথ ও লোকদের জমিতে উহা মকরুহ হইবে, ইহা মোজমারাতে আছে। যে মছজেদ জানাজা পড়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহাতে জানাজা পড়া মকরুহ নহে। ইহা তবইনে আছে। জানাজা পাঠ উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়া উহা পড়ার পূর্ব্বে ফিরিয়া যাওয়া উচিত নহে। উহা পড়ার পরে দফনের পূর্ব্বে জানাজার অলিগণের বিনা অনুমতি ফিরিয়া যাওয়া উচিত নহে দফনের পরে তাহাদের বিনা অনুমতি ফিরিয়া যাওয়াতে দোষ নাই, ইহা মুহিতে আছে।

যদি কোন সন্তান পয়দাএশের সময় মরিয়া যায়, এক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, যদি অধিকাংশ শরীর বাহির হওয়ার পরে মরিয়া যায়, তবে তাহার জানাজা পড়িবে, আর যদি অল্পাংশ বাহির হওয়ার পরে মরিয়া যায়, তবে উহার-জানাজা পড়িতে হইবে না। অর্দ্ধেকাংশ বাহির হওয়ার পরে মরিলে, কেতাবে ইহার ব্যবস্থা উল্লিখিত হয় নাই। বাদায়ে প্রণেতা বলেন, লাশের অর্দ্ধেকাংশ পাওয়া গেলে, যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এস্থলে তাহাই করিতে হইবে। (অর্থাৎ মস্তক সমেত বাহির হইলে, নামাজ পড়িতে হইবে, নচেৎ না।) দারোল-হরবে সৈন্যদিগের একটি শিশু তথায় একজন মুছলমান প্রাপ্ত হইল এবং তথায় সেই শিশুটি মারা গেল, তবে তাহার জানাজা পড়িতে হইবে, ইহা মুহিতে আছে। যে ব্যক্তি অন্য লোকের কোন বস্তু চুরি

করিয়া লইতেছিল, এই অবস্থায় নিহত হইয়াছে, ইমাম আবু ইউছুফ বলেন, তাহার জানাজা পড়িতে হইবে না। ইহা ইজাহ কেতাবে আছে। যে ব্যক্তি নিজের পিতা কিম্বা মতাকে হত্যা করিয়াছে, তাহার জানাজা পড়িবে না, ইহা তবইন কেতাকে আছে। যে ব্যক্তি শত্রুকে তরবারি দ্বারা মারিতে গিয়া ভ্রমবশতঃ নিজে উহা দ্বারা নিহত হইয়াছে, বিনা মতভেদে তাহার গোছল ও জানাজা করিতে হইবে, ইহা জখিরাতে আছে। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে, এমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদের মতে তাহার জানাজা পড়িতে হইবে। ইহা সমধিক ছহিহ মত, ইহা তবইনে আছে। যে ব্যক্তি হত্যার বিনিময়ে কিম্বা ব্যাভিচারের জন্য অস্ত্র কিম্বা প্রস্তর দ্বারা নিহত হইয়াছে, তাহার জানাজা পড়িতে হইবে এবং অন্যান্য মৃতগণের ন্যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহা জখিরাতে আছে। খলিফা যাহাকে ফাঁসিতে দিয়াছেন, ইমাম আজমের এক রেওয়াএতে তাহার জানাজা পড়িবে না। ইহা কাজিখানে আছে।—আঃ, ১।১৭৩-১৭৫।-

যদি কেহ নকল ও জানাজা উভয় নামাজের নিয়ত করে, তবে ইমাম আবু ইউছুফের মতে নকল আদায় হইয়া যাইবে। যদি কেহ দারোল-হরবে কতকগুলি গোলাম খরিদ করে এবং তথায় তাহাদের একজন মরিয়া যায়, তবে তাহার জানাজা পড়িবে না।

যদি সূর্য্য ডুবিবার, উঠিবার কিম্বা গড়িবার সময় জানাজা পড়ে, তবে উহা দোহরাইবে না। যদি কেহ প্রপীড়িত অবস্থায় নিহত হয়, তবে তাহার জানাজা পড়িবে। কিন্তু গোছল দিবে না। আর যদি সে অত্যাচার করিতে গিয়া নিহত হয়, তবে তাহার গোছল দিবে, কিন্তু জানাজা পড়িবে না।

যদি মোক্তাদিগণ একটি জানাজার ইমামত লইয়া বিরোধ করে এবং এরূপ একজন লোক ইমামত করিলে যে অলি নহে, আর কতক মোক্তাদি তাহার এক্তেদা করিল, তবে তাহার নামাজ

ছহিহ হইবে। যদি অলিগণ ইচ্ছা করেন, তবে নামাজ দোহরাইতে পারেন—কাজিখান।

যদি মগরেবের ওয়াক্তে জানাজা উপস্থিত হয়, তবে প্রথমে মগরেবের ফরজ, তৎপরে জানাজা, তৎপরে মগরেবের ছুন্নত পড়িবে, ইহা কিনইয়া কেতাবে আছে।—আঃ, ১।১৭৪।

আলমগিরির ১।১৭৪ পৃষ্ঠায় জানাজার নিয়ত এইরূপ লিখিত আছে ;—ইমাম ও মোক্তাদি মনে মনে বলিবে, আমি কা'বার দিকে ফিরিয়া আল্লাহ্র এবাদতের জন্য এই ফরজ পড়ার নিয়ত করিলাম। মোক্তাদিরা ইমামের এক্তেদার নিয়ত করিবে। যদি ইমাম মনে মনে জানাজার নিয়ত করে, তবে ছহিহ হইবে। যদি মোক্তাদি বলে, আমি ইমামের সহিত এক্তেদা করিলাম, ইহাও জায়েজ হইবে, ইহা মোজমারাতে আছে। জানাজার শেষ তকবিরের পরে 'রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিইয়া হাছানা' এই দোয়া পড়িবে না।—কাজিখান

লাশ বহন করা

চারিজন লোক লাশের খাটিয়া বহন করিয়া লওয়া ছুন্নত, ইহা আবুল মাকা-রেমের শরহে নেকায়াতে আছে। যখন লোকে লাশ খাটিয়ার উপর করিয়া লইয়া যান, তখন তাঁহারা উহার চারি পায়া ধরিবেন, ইহা হাদিছে আছে, ইহা জওহারাতে আছে। খাটিয়া উঠাইতে দুইটা বিষয় আছে, প্রথম নফছ ছুন্নত, দ্বিতীয় পূর্ণ ছুন্নত। নফছ ছুন্নত এই যে, পর্য্যায়ক্রমে (বারি বারিতে) উহার পায়া ধরিবে অর্থাৎ প্রত্যেক দিক হইতে দশ দশ কদম বহন করিয়া লইয়া যাইবে, ইহা সমস্ত লোকের পক্ষে সম্ভব হইবে। পূর্ণ ছুন্নত এক ব্যক্তির

পক্ষে সম্ভব হইবে—উহা এই যে, জানাজা বহনকারী প্রতমে খাটিয়ার অগ্রভাগের ডাহিন দিক বহন করিবে, ইহা তাতারখানিয়াতে আছে। সে ব্যক্তি নিজের ডাহিন কাঁধ অগ্রভাবের ডাহিন দিক বহন করিবে, তৎপর ডাহিন কাঁধে পশ্চাৎ ভাগের ডাহিন দিক বহন করিবে, তৎপরে বাম কাঁধে অগ্রভাগের বাম দিক তৎপরে বাম কাঁধে পশ্চাৎ ভাগের বাম দিক বহন করিবে। ইহা তবইনে আছে। খাটিয়ার দুই ডাণ্ডার মধ্যস্থলে থাকিয়া উহা বহন করা অর্থাৎ দুই ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ দুই ডান্ডার মধ্যভাগে থাকিয়া উহা বহন করা মকরুহ হইবে, কিন্তু স্থানের সঙ্কীর্ণতা কিম্বা এইরূপ কোন জরুরত হইলে, মকরুহ হইবে না। খাটিয়া নিজের হস্তে লইতে পারে, অথবা কাঁধে লইতে পারে, ইহাতে দোষ নাই। ডাণ্ডার অর্দ্ধেকাংশ কাঁধে এবং অর্দ্ধেকাংশ গলার মূলে রাখা মকরুহ হইবে, ইহা তাহতাবীর টীকাতে আছে। ইমাম ইছবিজাবি বলিয়াছেন, দুগ্ধপোষ্য শিশু, কিম্বা যে শিশু দুগ্ধ পান ছাড়িয়াছে মাত্র অথবা একটু বড় হয়, মারা গেলে এক ব্যক্তি তাহাকে দুই হাতে করিয়া বহন করিবে, এরূপ অন্যান্য ব্যক্তিরা ক্রমাগত হাতে করিয়া লইবে। আর ছওয়ার অবস্থায় তাহাকে দুই হাতে করিয়া লইতে পারে ইহাতে কোন দোষ হইবে না। আর যদি বেশী বয়সের হয়; তবে খাটিয়াতে লইবে। ইহা বাহারোর-রায়েকে আছে। লাশ লইয়া যাওয়া কালে ত্রস্ত গতিতে চলিবে, কিন্তু দৌড়িয়া যাইবে না। ইহার পরিমাণ এই যে, এরূপ ত্রস্তভাবে চলিবে যে, খাটিয়ার উপর লাশ নড়িতে না থাকে। ইহা তবইনে আছে। জানাজার সঙ্গীকে উহার পশ্চাতে যাওয়া উত্তম, অগ্রে যাওয়া জায়েজ হইবে, কিন্তু সঙ্গিগণকে ত্যাগ করিয়া দূরে যাওয়া, অথবা সমস্ত সঙ্গীর অগ্রগামী হওয়া মকরুহ হইবে। উহার ডাহিন ও বাম দিকে চলিবে না, ইহা ফৎহোল-কদিরে আছে। লাশ লইয়া যাওয়ার সময় মস্তককে অগ্রের দিকে রাখিবে। ইহা মোজমারাতে আছে।

প্রতিবেশী, আত্মীয় কিম্বা পরাহজগারের লাশের সঙ্গে গমন করা নফল এবাদত অপেক্ষা উত্তম, ইহা বাহরোর-রায়াকে আছে। ছওয়ার অবস্থায় জানাজার সঙ্গে যাওয়াতে দোষ নাই, কিন্তু পদব্রজে যাওয়া উত্তম। ছওয়ার অবস্থায় জানাজার অগ্রে যাওয়া মকরুহ, ইহা কাজিখানে আছে। জানাজার সঙ্গে কিম্বা মৃতের গৃহে ক্রন্দন করা, চিৎকার করা ও পিরহানের গলা ফাড়িয়া ফেলা মকরুহ, কিন্তু বিনা আওয়াজে কাঁদাতে কোন দোষ নাই, ছবর করা সমধিক উত্তম। ইহা তাতারখানিয়াতে আছে। জানাজার পশ্চাতে লোবান ইত্যাদি কিম্বা মোমবাতি জ্বালাইয়া লইয়া যাইবে না; ইহা বাহরোর-রায়াকে আছে। স্ত্রীলোকদিগকে জানাজার সঙ্গে বাহির হওয়া উচিত নহে। যদি জানাজার সঙ্গে ক্রন্দনকারী কিম্বা চিৎকারকারী স্ত্রীলোক থাকে, তবে তিরস্কার করবে, যদি সে তিরস্কার না মানে, তবে জানাজার সঙ্গে অন্যান্য লোকের যাওয়াতে কোন দোষ নাই। কেননা জানাজার পশ্চাতে চলা ছুন্নত, অন্য লোকে বেদয়াত করিলে, উহা ত্যাগ করিবে না। জানাজা দেখিয়া দাঁড়াইবে না, কিন্তু যদি কেহ উহার সঙ্গী হইতে চাহে, তবে দাঁড়াইতে পারে। ইজাহ কেতাবে আছে। যদি লোকেরা ঈদগাহে থাকে এবং একটি জানাজা আনা হয়, তবে জানাজা কাঁধ হইতে নামাইবার পূর্ব্বে তাহারা দাঁড়াইবে না, কাজিখানে ইহা ছহিহ মত বলা হইয়াছে। জানাজার সঙ্গীদের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা উচিত। উচ্চশব্দে জেকর করা ও কোরআন পড়া মকরুহ, ইহা শরহে তাহতাবিতে আছে। যদি কেহ জেকর করিতে চাহে, তবে মনে মনে করিবে, ইহা কাজিখানে আছে। যখন লাশটিকে কবরের নিকট জমিতে রাখা হয়, তখন লোকদের বসিয়া যাওয়াতে দোষ নাই, কাঁধ হইতে নামানোর পূর্ব্বে বসিয়া যাওয়া মকরুহ, ইহা খোলাছাতে আছে। যতক্ষণ তাহাকে দফন না করা হয়, ততক্ষণ না বসা আফজল। ইহা মুহিত ছারাখছিতে আছে। যখন লাশকে নামাজের

জন্য নামান হয়, কেবলার দিকে উত্তর দক্ষিণ করিয়া রাখা হইবে। ইহা তাতারখনিয়াতে আছে। জানাজা লইয়া যাওয়ার জন্য বেতন গ্রহণ করা জায়েজ হইবে, ইহা কাজিখানে আছে,—আঃ, ১।১৭২।১৭৩।

কবরে দফন করা

মৃতকে দফন করা ফরজে কেফায়া, ইহা ছেরাজ-অহ্যাজ কেতাবে অআছে। গোর দুই প্রকার হইয়া থাকে, প্রথম লাহাদ, দ্বিতীয় শেক্ক, প্রথম প্রকার গোর ছুন্নত, দ্বিতীয় প্রকার ছুন্নত নহে, ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে। লাহাদের নিয়ম এই যে, গোর সম্পূর্ণ খনন করিয়া কেবলার দিকে একটি গর্ত্ত খনন করিবে, উহার মধ্যে লাশটি রাখা হইবে, ইহা মুহিতে আছে। উহা ছাদ বিশিষ্ট ঘরের ন্যায় করিবে, ইহা বাহরোর-রায়েকে আছে। জমি যদি নরম হয়, তবে শেক্ক করাতে দোষ নাই। ইহা কাজিখানে আছে। শেক্ক কবরের নিয়ম এই যে, গোরের মধ্যস্থলে নদীর ন্যায় একটি গর্ত্ত খনন করিবে এবং উহার দুই পার্শ্বে কাঁচা ইষ্টক ইত্যাদি দ্বারা গাথুনী করিবে, তৎপরে উহাতে লাশ রাখিবে—এবং ছাদ বানাইবে, ইহা মে'রাজোদ্দেরায়া কেতাবে আছে। কবরের গভীরতার পরিমাণ মধ্যম ধরণের মানুষের বুক পর্য্যন্ত হওয়া উচিত, ইহা অপেক্ষা অধিকতর গভীর হওয়া আফজল। ইহা জওহারাতে আছে। হাছান এমমাম আবু হানিফা (রঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, মানুষ যে পরিমাণ লম্বা হইবে, কবর সেই পরিমাণ লম্বা করিবে, তাহার শরীরে উচ্চতার অর্দ্ধেক পরিমাণ উহা প্রস্থ করিবে। ইহা মোজমরাতে

আছে। শেখ এমাম আবূবকর মোহাম্মদ বেনেল ফজল আমাদের সহর সমূহে জমি নরম হওয়ার জন্য তাবূত (সিন্দুক) বানান জায়েজ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি লৌহের তাবুত হয়, তবে ইহাতে ও দোষ নাই, কিন্তু উহার মধ্যে মাটি ছড়াইয়া লাশের সংলগ্ন প্রথম তবকা মাটির দ্বারা লেপন করিয়া দেওয়া এবং লাশের ডাহিন ও বাম দিক পাতলা কাঁচা ইট স্থাপন করা উচিত যেন উহা লাহাদের ন্যায় হইয়া যায়। গোরের মধ্যে মৃতের সংলগ্ন পাকা ইট দেওয়া মকরুহ হইবে, ইহা কাজিখানে আছে। কবরে জোড় কিম্বা বিজোড় লোক নামিতে পারে কাফিতে আছে। যাহারা গোরে নামিবে, তাহাদের বলবান, বিশ্বাসী ও নেককার হওয়া মোস্তাহাব, ইহা তাতারখানিয়াতে আছে। স্ত্রীলোককে কবরে নামাইতে আত্মীয় মহরম ব্যক্তিই অন্যান্য লোক অপেক্ষা উত্তম। ইহা জওহারাতে আছে। আত্মীয় গর মহরম, বেগানা লোক অপেক্ষা উত্তম। যদি কোন প্রকার আত্মীয় না থাকে তবে বেগানা ব্যক্তিদের উহাকে গোরে নামান জায়েজ হইবে। ইহা বাহরোর-রায়েকে আছে। কোন স্ত্রীলোক গোরে নামিবে না, ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে। লাশটি কবরে পশ্চিম দিকে রাখিবে সেই দিক হইতে উহা গোরে নামাইবে, যে ব্যক্তি নামাইবে, নামানোর সময় কেবলার দিক তাহার মুখ থাকিবে। ইহা ফৎহোলে কদিরে আছে। যে ব্যক্তি তাহাকে কবরে রাখিবে সে বলিবে بسم الله وعلى ملة رسول الله 'বিছমিল্লাহে অ-আলা মিল্লাতে রাছুলুল্লাহ। এইরূপ মতনের কেতাবগুলিতে আছে। তাহাকে ডাহিন কাৎ করিয়া কেবলামুখী করিয়া রাখিবে। ইহা খোলাছাতে আছে। গিরাগুলি খুলিয়া দিবে, কাঁচা ইট ও বাঁশ বিছাইয়া দিবে, পাকা ইট ও কাষ্ঠ বিছাইবে না; লাশের নীচে তোষক, বালিশ চেটাই প্রভৃতি বিছান মকরুহ। কবরের মধ্যে পোক্তা ইট বিছান জায়েজ নহে, কিন্তু হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষার

জন্য উহার উপর পোক্তা ইট দেওয়া নিষিদ্ধ নহে। বোখারার বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, আমাদের দেশে মাটি নরম হওয়ার জন্য পোক্তা ইট ব্যবহার করা জায়েজ আছে।—শাঃ ১।৯৩৪।৯৩৬ পৃষ্ঠা। লেখক বলেন, ইহাতে বুঝা যায়, হেফাজতের জন্য চারিদিকে পোক্তা প্রাচীর বানান জায়েজ। স্ত্রীলোকের গোর চাদর দ্বারা ঢাকিবে, পুরুষের গোর ঢাকিবে না, তৎপরে উহার উপর মাটি নিক্ষেপ করিবে, ইহা মতনের কেতাবগুলিতে আছে। হাত দিয়া কোদাল দিয়া বা যে কোন প্রকারে সম্ভব হয়, মাটি নিক্ষেপ করাতে কোন দোষ নাই, ইহা জওহারতে আছে। যে মাটি গোর হইতে বাহির করা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা বেশী মাটি নিটেপ করা মকরুহ"। ইহা কাঞ্জের টীকা আয়নিতে আছে। যাহারা দফন কার্য্যে উপস্থিত থাকিবে তাহাদের তিন মুষ্ঠি মাটি গোরে নিক্ষেপ করা মোস্তাহাব, প্রথম বারে বলিবে, منها خلقناكم মেনহ খালাক্‌নাকোম, দ্বিতীয় বারে বলিবে, وفيها نعيدكم অফিহা নোইদোকুম, তৃতীয়বারে বলিবে, ومنها نخرجكم تارة أخرى অ মেনহা নোখরোজোকোম তারাতান ওখরা, ইহা জওহারাতে আছে। রাত্রে দফন করাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু দিবসে দফন করা সমধিক সুবিধাজনক, ইহা ছেরাজ অহ্যাজে আছে। কবর এক বিঘত উচ্চ করিয়া উটের পৃষ্ঠের কুজ্জ মাংসের ন্যায় বানাইবে, উহা চতুষ্কোন বিশিষ্ট করিবে না। উহার উপর পানি ছিটাইয়া দেওয়াতে দোষ নাই, কবরের উপর অট্টালিকা বানান, উহার উপর উপবেশন করা, শয়ন করা, উহার উপর গমণ করা, মল-মূত্র ত্যাগ করা মকরুহ। ইহা তবইনে আছে। যদি গোরগুলি নষ্ট হইয়া যায়, তবে উহাতে তৃণ ও মাটি দিয়া লেপন করিয়া দেওয়া জায়েজ হইবে। ইহা তাতারখানিয়াতে আছে। ইহা সমধিক ছহিহ মত, ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে, ইহা

জওয়াহেরে আখলাতি কেতাবে আছে। এক ব্যক্তি একটি গোর খনন করিল, তৎপরে লোকেরা উহার মধ্যে অন্য মৃতকে দফন করার ইচ্ছা করিল, যদি কবরস্থান বিস্তৃত হয়, তবে ইহা মকরুহ হইবে। আর যদি উহা সঙ্কীর্ণ হয়, তবে জায়েজ হইবে, কিন্তু গোর খননকারী উহা খনন করিতে যাহা ব্যয় করিয়াছিল, তাহা তাহাকে দিতে বাধ্য হইবে, ইহা মোজমারাতে আছে। যে কবরস্থানে নেককারদিগের গোর আছে, তথায় দফন করা উত্তম। মৃতকে দফন করার পরে তাহার গোরের নিকট এত সময় পরিমাণ বসিয়া কোরআন তেলাওয়াত করা ও মৃতের জন্য দোওয়া করা মোস্তাহাব যে; একটি উটের বাচ্চা নহর (জবহ) করিয়া উহার গোস্ত বন্টন করা যাইতে পারে। ইহা জওহারাতে আছে। খাব্বাজিয়া ও কাফি কেতাবে আছে, হাদিছ শরিফে নিম্নোক্ত প্রকার তলকিন করার কথা আছে—

يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ اذْكُرْ دِيْنَكَ الَّذِيْ كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَّالنَّارَ حَقٌّ وَّاَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ

ফোলান স্থলে মৃতের নাম এবং পরবর্ত্তী ফোলান স্থলে তাহার পিতার নাম লইবে। যদি তাহার নাম জানা না থাকে, তবে ইয়া এবনো আদামা ও হাওয়া বলিবে। যে ব্যক্তির গোরে মোনকের নকিরের ছওয়াল হইবে না, তাহাকে তালকিন না করা উচিত। ছেরাজ কেতাবে আছে, প্রত্যেক আদম সন্তানকে ছওয়াল করা হইবে। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ফেরেশতা জওয়াব শিক্ষা দিবেন, কেহ

কেহ বলেন, আল্লাহ জওয়াব এলহাম করিবেন। তিনি উক্ত মতের উপর ছুন্নত-অল-জামায়াতের এজমা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু হাফেজ এবনো আবদুল বার্র হাদিছের প্রমাণে বলিয়াছেন, ঈমানদার ও মুছলমান নামধারী মোনাফেকের ছওয়াল হইবে, খাঁটি কাফেরের ছওয়াল হইবে না। হাফেজ সিউতি এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ইহাই সমধিক প্রবল মত। আলকামি জামেয়ে' ছগিরের টীকায় লিখিয়াছেন যে, খাস এই উম্মতের ছওয়াল হইবে, ইহা প্রবল মত। এবনো হাজার ও ছিউতি বলিয়াছেন, নাবালেগের ছওয়াল হইবে না। তৎপর তিনি বলিয়াছেন, ৮ ব্যক্তির ছওয়াল হইবে না,—শহিদ, ছিদ্দিক, শিশু সন্তান, যে ব্যক্তি জুমার দিবস কিম্বা রাত্রে মরিয়া যায়, প্রত্যেক রাত্রে ছুরা মোলক পাঠকারি, মৃত্যু পীড়ায় ছুরা এখলাছ পাঠকারি, গাজি, মহামারিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত কিম্বা মহামারির কালে ছবরকারি

وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ

مَنْ فِي الْقُبُوْرِ وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ

دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّبِالْقُرْاٰنِ

اِمَامًا وَّبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَّبِالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا *

ছওয়াব প্রার্থীর অন্য পীড়ায় মৃত এবং নবিগণ। কবরের নিকট কোরআন পড়া ইমাম মোহম্মদের নিকট মকরুহ নহে, আমাদের ফকিহগণ তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই কোরআন পাঠে মৃতেরা লাভবান হইবে, ইহাই সমধিক মনোনীত মত। ইহা মোজমারাতে আছে। গোরের উপর মছজেদ কিম্বা অন্য কিছু প্রস্তুত করা মকরুহ,

ইহা ছেরাজ অহ্যাজ কেতাবে আছে। হাদিছ শরিফে যে কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয় নাই, কবরের নিকট উহা করা মকরুহ হইবে, হাদিছের প্রবর্ত্তিত নিয়ম এই যে উহার জিয়ারত করিবে এবং তথায় দাঁড়াইয়া দোয়া করিবে। ইহা বাহারোর রায়েকে আছে। দুই কিম্বা তিনটি লাশকে গোরে দফন করিবে না, কিন্তু যদি নিতান্ত জরুরত হয়, তবে জায়েজ হইবে, এক্ষেত্রে কেবলার দিকে পুরুষকে রাখিবে, ইহার পূর্ব্বদিকে নাবালেগ ছেলেকে, তৎপরে নপুংসককে এবং তৎপরে স্ত্রীলোককে রাখিবে। প্রত্যেক দুই লাশের মধ্যে কিছু মাটি অন্তরাল করিয়া দিবে, ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে। যদি জরুরতের জন্য দুইটি পুরুষকে এক গোরে দফন করিতে হয়, তবে উভয়ের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে কেবলার দিকে রাখিবে, ইহা মুহিতে আছে। এইরূপ দুইটি স্ত্রীলোককে এক কবরে রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহা তাতারখানিয়াতে আছে। যদি একটি লাশ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া মাটি হইয়া যায়, তবে তাহার কবরে অন্য লাশকে দফন করা জায়েজ হইবে। ইহা তরইনে আছে। নিহত ব্যক্তি কিংবা মৃত যে স্থানে মরিয়া গিয়াছে, তথাকার লোকদের কবরস্থানে দফন করা মোস্তাহাব। যদি দফন করার পূর্ব্বে এক মাইল কিম্বা দুই মাইল পরিমাণ লাশকে স্থানান্তরিত করা হয়, তবে ইহাতে কোন দোষ নাই। ইহা খোলাছাতে আছে। এইরূপ যদি কেহ নিজের শহর ব্যতীত অন্য শহরে মরিয়া যায়, তবে তাহাকে তথায় দফন করা মোস্তাহাব। আর যদি অন্য শহরে স্থানান্তরিত করে, তবে ইহাতে কোন দোষ নাই। মৃতকে দফন করার পরে গোর হইতে বাহির করা অনুচিত কিন্তু যদি এরূপ জমিতে দফন করা হয়—যাহা অন্যের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে কিম্বা হক্কে শাফয়ার দাবি করিয়া অন্যে উহা মালিক হইয়াছে। ইহা কাজিখানে আছে। যদি কোন লাশকে অন্যের জমিতে উহার মালিকের বিনা অনুমতিতে

দফন করা হইয়া থাকে, তবে মালিক ইচ্ছা করিলে উক্ত লাশটি বাহির করিয়া ফেলিতে আদেশ করিতে পারে। আর ইচ্ছা করিলে, জমিকে সমান করিয়া উহার উপর চাষ করিতে পারে, ইহা তজনিছ কেতাবে আছে। যদি লাশকে কেবলা ব্যতীত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কিম্বা বাম কাৎ করিয়া অথবা পদদ্বয়ের স্থানে মস্তক করিয়া দফন করা হইয়া থাকে, তবে উক্ত কবর খনন করা ও লাশটির নিয়ম মত ব্যবস্থা করা জায়েজ হইবে না। আর যদি উহার উপর কাঁচা ইট রাখা হইয়া থাকে, কিন্তু এখনও উহার উপর মাটি নিক্ষেপ করা হয় নাই, তবে কাঁচা ইট সরাইয়া ছুন্নত অনুসারে লাশকে রাখিবে, ইহা তবইনে আছে। যদি কোন জিনিষ গোরের মধ্যে পড়িয়া থাকে এবং উহার উপর মাটি নিক্ষেপ করার পরে ইহা জানা যায়, তবে গোর খুলিয়া উহা বাহির করিয়া লইবে ইহা কাজিখানে আছে। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, যদিও এক দেরম মূল্যের জিনিষ গোরে পড়িয়া রহিয়া থাকে, তবুও উহা খনন করিতে পারে, ইহা বাহরোর রায়েকে আছে। কবরস্থান হইতে কাঁচা কাঠ ও ঘাস কাটিয়া ফেলা মকরুহ, উহা শুষ্ক হইয়া গেলে, কাটিয়া ফেলাতে কোন দোষ নাই। ইহা কাজিখানে আছে। —আঃ, ১।১৭৭

লাশকে এক শহর হইতে অন্য শহরে স্থানান্তরিত করাতে দোষ নাই, কেননা হজরত ইয়াকুব (আঃ) মিশরে এন্তেকাল করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার লাশকে শামদেশে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। হজরত ছা'দবেনে আবিঅক্কাছ মদিনা হইতে ১২ মাইল দূরে নিজের কৃষি জমিতে মারা গিয়াছিলেন, তাঁহাকে লোকেরা কাঁধে করিয়া বহন করিয়া মদিনা শরিফে লইয়া গিয়াছিলেন। লাশকে দফন করার পরে বিনা ওজরে অল্পদিবস পরে হউক, আর বেশী দিবস পরে হউক, বাহির করিয়া যাওয়া জায়েজ হইবে না। ওজরের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। একটি স্ত্রীলোকের পুত্র অন্য শহরে মরিয়া

গিয়াছে এবং তথায় তাহাকে দফন করা হইয়াছে। তৎপরে সেই স্ত্রীলোকটি তাহার গোর খনন করিয়া লাশটিকে নিজের শহরে লইয়া যাওয়ার ইচ্ছা করে, ইহা জায়েজ হইবে না। নয় মাস গর্ভবতী একটি স্ত্রীলোক মারা গিয়াছে, সন্তান তাহার পেটে নড়িতেছিল, তৎপরে তাহাকে দফন করা হইল এবং তাহার পেট ফাড়িয়া সন্তান বাহির করা হয় নাই। তৎপরে কেহ স্বপ্নে দেখে যে, সে বলিতেছে, আমি সন্তান প্রসব করিয়াছি এক্ষেত্রে তাহার গোর খনন করা হইবে না, কারণ যদি সে সন্তান প্রসব করিয়াও থাকে, তবে বিশেষ সম্ভব যে, সেই সন্তান মরিয়া গিয়াছে। হয়িহুদীদের অস্থি যদি তাহাদের গোরে পাওয়া যায়, তবে উহা চুর্ণ করিবে না। কেননা তাহাদের অস্থির সম্মান মুছলমানদিগের অস্থির সম্মানের তুল্য, জীবিতাবস্থায় তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হারাম ছিল, কাজেই তাহাদের মৃত্যুর পরে তাহাদের অস্থিকে রক্ষা করা ওয়াজেব। কোন মোরতাদ্দ (ইছলাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কারি) মরিয়া যায়, তবে একটি গর্ত খনন করিয়া তাহাকে কুকুরের ন্যায় উহাকে নিক্ষেপ করিবে এবং উহাকে তহার স্বমত্যাবলম্বিগণের নিকট সমর্পণ করিবে না কিন্তু য়িহুদী ও খৃষ্টান মারা গেলে তাহার স্বমতালম্বিগণের নিকট সমর্পণ করিবে কাজিখান।

আলমগিরির ১।১৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, জুতা পায় দিয়া কবরস্থান সমূহে গমনাগমন করা মকরুহ হইবে না, ইহা ছেরাজ অহ্যাজ কেতাবে আছে। লেখক বলেন, এই মত গ্রহনীয় নহে, কেননা মেশকাতের ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, নবি (ছাঃ) গোরের উপর বসিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর তিনি বলিয়াছেন, যদি কেহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উপর উপবেশন করে, তবে তাহার কাপড়গুলি জ্বলিয়া তাহার চামড়া পর্য্যন্ত পৌছিয়া যায়, ইহা গোরের উপর উপবেশন করা অপেক্ষা উত্তম। ইহা মোছলেমের রেওয়াএত।

আরও উহার ১৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত (ছাঃ) এক

ব্যক্তিকে গোরের উপর হেলান দিতে দেখিয়া বলিয়াছেন তুমি উহার গোরবাসীকে কষ্ট দিও না। ইহা আহমদের রেওয়াএত। আরও উহার ১৪৮।১৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—নবি (ছাঃ) কবরের উপর চলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

কাজিখানে আছে;—

কবরের উপর উপবেশন করা মকরুহ। যদি কেহ কবরস্থানে একটি পথ দেখিতে পায় এবং তাহার ধারণায় আসে যে, লোকেরা (কবরের উপর দিয়া) এই পথটি নূতন প্রস্তুত করিয়াছে, তবে সে সেই পথে চলিবে না। আর যদি ঐরূপ ধারণা না হয় (বরং পুরাতন পথ ও উহাতে কবর নাই বলিয়া অনুমিত হয়) তবে উহাতে চলাতে কোন দোষ নাই। লেখক বলেন, যদি কবর স্থান ব্যতীত অন্য কোন পথ না থাকে, তবে জরুরতের জন্য খালি পায় চলিবে। ইহা মেশকাতের ১৪৯ পৃষ্ঠায় হাশিয়াতে শোরয়াতোল ইছলাম হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

কবরকে পোক্তা করা কি তাহাই বিবেচ্য বিষয়। হজরত নবি (ছাঃ) গোরের উপর দালান অট্টালিকা-নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, গোরের উপর গৃহ, গুম্বজ কিম্বা এইরূপ কিছু প্রস্তুত করা মকরুহ হইবে।

গোরের উপর দালান করা হারাম হইবে যদি সৌন্দর্য্যের নিয়তে করা হয়। আর যদি দৃঢ় করার ধারণায় উহ করিয়া থাকে, তবে মকরুহ হইবে—যদি দফন করার পরে ইহা করিয়া থাকে। আর যদিপ্রথম হইতে পোক্তা দালান প্রস্তুত করা থাকে, পরে উহাতে দফন করা হয়, তবে ইহাতে দোষ নাই। ইহা এমদাদ কেতাবে আছে। জামেয়োল-ফাতাওয়াতে আছে, কেহ কেহ বলিয়াছেন, যদি মৃত পীর আলেম কিম্বা সৈয়দ হয়, তবে মকরুহ হইবে না। শামি

প্রণেতা বলিয়াছেন, যদি অকফ্ করা গোরস্থান না হয়, তবে ইহা খাটিবে।

ছহিহ বোখারি, ১।১৭৭ পৃষ্ঠা—

ولما مات الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة *

"যে সময় হাছান বেনে আলি এন্তেকাল করিয়াছেন, তাহার স্ত্রী তাঁহার গোরের উপর এক বৎসর গুম্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন।" মোল্লা আলিকারি লিখিয়াছেন, প্রকাশ্য মত এই যে, বন্ধুগণ জেকর ও কেরামতের জন্য ছাহাবগণ মাগফেরাত ও রহমতের দোয়ার জন্য একত্রিত হইতে পারেন, এই হেতু উহা করা হইয়াছিল।

এমদাদ কেতাবে কোবরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে—গোর যেন খনন করিতে না পারে, এই হেতু কাঁচা ইট দ্বারা গোর উটের পৃষ্ঠের উচ্চমাংসের ন্যায় করিয়া প্রস্তুত করার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে, ইহা বিদ্বানগণ উৎকৃষ্ট ধারণা করিয়াছেন। তজরিদ কেতাবে আছে যে, গোরকে তৃণ ও মাটি দ্বারা লেপন মকরুহ, কিন্তু মনোনীত মতে মকরুহ নহে, এইরূপ ছেরাজিয়া ও মনইয়ার টীকায় আছে। হাদিছে গোরের উপর কিছু লেখা নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ইমাম হাকেম উক্ত হাদিছ রেওয়াএত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই হাদিছের উপর আমল করা হয় না। কেননা দুনইয়ার মুছলমান ইমামগণের গোরে (তাঁহার নাম, তারিখ ইত্যাদি) লিখিত আছে। প্রাচীনগণ পরবর্ত্তিগণ হইতে এই আমল গ্রহণ করিয়াছেন। নবি (ছাঃ) হজরত ওছমান বেনে মজউদের মস্তকের নিকট চিহ্ন স্থাপন করার জন্য একখানা প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। ছেরাজিয়াতে আছে, চিহ্ন বিলুপ্ত না হয় এবং পদদলিত না হয়; এই হেতু উহাতে লেখা জায়েজ হইতে পারে। শাঃ, ১।৯৩৩।

মৃত আত্মীয়গণকে সান্ত্বনা দেওয়া

মৃতের আত্মীয়গণকে সান্ত্বনা দেওয়া উত্তম কার্য্য, ইহা জহিরিয়াতে আছে। হাছান রেওয়াএত করিয়াছেন, তাহাদিগকে একবার সান্ত্বনা দেওয়ার পরে দ্বিতীয়বার সান্ত্বনা দেওয়া উচিত নহে। ইহা মোজমারাতে আছে। উহার সময় মরার পর হইতে তিন দিবস পর্য্যন্ত, ইহার পরে মকরুহ হইবে, কিন্তু যদি সান্ত্বনা দানকারী কিম্বা মৃতের আত্মীয় বিদেশে থাকে, তবে উহা উক্ত নির্দ্ধারিত সময়ের পরে হইলেও দোষ হইবে না। দফন করার পূর্ব্বে ইহা করা অপেক্ষা পরে করাই সমধিক উৎকৃষ্ট মত, যদি তাহাদের মধ্যে অতিরিক্ত অস্থিরতা না দেখে, তবে উক্ত ব্যবস্থা ঠিক, আর যদি অতিরিক্ত অস্থিরতা দেখিতে পায়, তবে দফন করার পূর্ব্বেই সান্ত্বনা সূচক কথা বলিবে। মৃতের ছোট বড় স্ত্রী, পুরুষ সমস্ত আত্মীয়কে সান্ত্বনা প্রদান করিবে, কিন্তু যুবতী স্ত্রী হইলে, তাহার মহরমগণ তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবে ইহা ছেরাজ অহ্যাজ কেতাবে আছে। তাহাকে নিম্নোক্ত প্রকার কথা বলা মোস্তাহাব। খোদাতায়ালা তোমার মৃতকে মাফ করুন, তাহার অপরাধ ক্ষমা করুন, তাহাকে নিজের রহমত দ্বারা ঢাকিয়া ফেলুন, তাহার বিপদে তোমাকে ছবর দিন এবং তাহার মৃত্যুতে তোমাকে ছওয়াব প্রদান করুন। ইহা হোজ্জাৎ হইতে মোজমারাতে লিখিত হইয়াছে। রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) যে শব্দে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উহা এই "নিশ্চয় আল্লাহ যাহা লইয়াছেন এবং যাহা দিয়াছেন সমস্তই তাঁহার; প্রত্যেক বিষয় তাঁহার নিকট নির্দ্ধারিত সময়ের সহিত রহিয়াছে।"

কোন কাফের মুছলমানকে সান্ত্বনা দেওয়া কালে বলিবে, খোদা তোমাকে ভালরূপ সান্ত্বনা প্রদান করুন এবং তোমার মৃতকে মা'ফ করুন।

কোন মুছলমান কাফেরকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিলে, বলিবে, আল্লাহ তোমাকে বড় বিনিময় প্রদান করুন এবং উত্তমরূপ সান্ত্বনা প্রদান করুন।

একজন কাফের অন্য কাফেরকে এইরূপ সান্ত্বনা দিবে— আল্লাহ তোমাকে স্থলাভিষিক্ত প্রদান করুন এবং তোমার সংখ্যাকে হ্রাস না করুন। ইহা ছেরাজ অহ্যাজ কেতাবে আছে। বিপন্নগণের পক্ষে গৃহে কিম্বা মছজেদে তিন দিবস বসিয়া থাকাতে দোষ নাই। ইহাতে লোকেরা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতে থাকিবে। বাটির দরওয়াজাতে বসিয়া থাকা মকরুহ। আজম দেশে শয্যা সকল বিছাইয়া থাকে এবং সদর পদগুলিতে দাঁড়াইয়া থাকে। ইহা অতিশয় লাঞ্ছিত কার্য্য, ইহা জহিরিয়াতে আছে। খাজানা তোল-ফাতাওয়াতে আছে, বিপদের জন্য তিন দিবস বসিয়া থাকা জায়েজ, এই কার্য্য ত্যাগ করা সমধিক উত্তম, ইহা মে'রাজোদ্দেরায়া কেতাবে আছে। উচ্চশব্দে রোদন করা জায়েজ নহে, অন্তর বিগলিত হওয়া ও চক্ষে অশ্রুজারি করাতে কোন দোষ নাই। পুরুষদিগের পক্ষে কাপড় সকল কাল করা ও তৎসমস্ত ফাড়িয়া ফেলা মকরুহ, স্ত্রীলোকদিগকে কাপড় কাল করাতে দোষ নাই। চেহারা ও হস্তগুলি কাল করা, পিরহানের গলাগুলি ছিঁড়িয়া ফেলা, চেহারাগুলি জখম করা, চুলগুলি খুলিয়া দেওয়া চেহারাতে মাটি ছড়াইয়া দেওয়া, উরু ও বুকে চপেটাঘাত করা এবং গোরগুলিতে অগ্নি জ্বালান জাহিলিএতের জামানার নিয়ম ও বাতীল কার্য্য। ইহা মোজমারাতে আছে। মৃতের গৃহবাসিদিগের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়াতে কোন দোষ নাই, ইহা তবইনে আছে। তিন দিবসে তাহাদের জিয়াফতের ব্যবস্থা করা জায়েজ নহে, ইহা তাতারখানিয়াতে আছে ঃ—আঃ ১।১৭৭-১৭৮।

শহীদের বিবরণ

যে ব্যক্তিকে দারোল হরবের কাফেরগণ, কিম্বা বাদশাহের বিদ্রোহিদল অথবা ডাকাতেরা হত্যা করে, শরিয়তে তাহাকে শহিদ বলা হয়। যে ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দানে এমতাবস্থায় পাওয়া যায় যে, তাহার শরীরে কোন প্রকার জখম থাকে, অথবা তাহার মধ্যে অগ্নিতে জ্বলিবার চিহ্ন থাকে, তবে সে ব্যক্তি শহীদ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি শত্রু যে চতুষ্পদের উপর আরোহণ করিয়া আছে যে চতুষ্পদকে হাঁকাইতেছে, উহা কোন মুছলমানকে পদদলিত করিয়া, কিম্বা হস্ত পদের আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে সেই ব্যক্তি শহীদ হইবে। এইরূপ যদি শত্রুরা কোন মুছলমানের ঘোড়াকে মারিয়া কিম্বা ধমকাইয়া হাঁকাইয়া দিয়া থাকে, ইহাতে সেই পশু তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি শহীদ হইবে। যদি শত্রুরা কোন মুছলমানকে বর্যা বল্লম মারিয়া পানি কিম্বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, কিম্বা শহরের পরিবেষ্টনকারী প্রাচীর হইতে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া অথবা তাহার উপর প্রাচীর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি শহীদ হইবে। যদি শত্রুরা মুছলমানদিগের মধ্যে অগ্নি নিক্ষেক করিয়া থাকে, কিম্বা সেই অগ্নিময় বাতাস মুছলমানদিগের দিকে উড়াইয়া আনিয়া থাকে অথবা তাহারা কাষ্ঠের একদিক অগ্নি লাগাইয়া দিয়াছিল, উহার অন্য পার্শ্ব মুছলমানদিগের থাকে এই জন্য একজন মুছলমান দগ্ধীভূত হইয়া যায়, তবে এই ব্যক্তি শহীদ হইবে। যদি শত্রুরা মুছলমানদিগের দিকে পানির প্রবল ধারা ছাড়িয়া দিয়া থাকে, ইহাতে একজন মুছলমান মরিয়া যায় তবে সে শহীদ হইবে। যদি একজন মুছলমান অন্য মুছলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং উক্ত হত্যার জন্য দিএত' (প্রাণ বিনিময়ের অর্থ) ওয়াজেব না হয়, (বরং 'কেছাছ'

প্রাণহত্যা ওয়াজেব হয়), তবে উক্ত নিহত ব্যক্তি শহীদ হইবে। ইহা কাফীতে আছে। এইরূপ যে কাফের মুছলমানদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কিম্বা কোন আশ্রিত কাফের কোন মুছলমানকে হত্যা করে, তবে এই ব্যক্তি শহীদ হইবে, ইহা হেদায়ার টীকা আয়নিতে আছে। যে হত্যাতে কেছাছ ওয়াজেব হয়, কিন্তু সন্ধিসূত্রে 'দিএত' ওয়াজেব হইয়াছে, কিম্বা কেছাছ আদায় করা অসম্ভব হওয়ায় কেছাছ রহিত হইয়াছে—যথা, পিতা-পুত্রকে শহীদ করে, এক্ষেত্রে শাহাদাতের হুকুম হইবে, ইহা কাজিখান ও কাঞ্জের টীকা আয়নিতে আছে। যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ, অর্থ কিম্বা মুছলমানগণের কিম্বা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কাফেরগণের প্রাণ রক্ষার্থ অস্ত্র, প্রস্তর কিম্বা কাষ্ঠ দ্বারা নিহত হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি শহীদ হইবে, ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে। যদি মুছলমানগণ কোন নৌকা বা জাহাজে থাকে এবং শত্রুরা উক্ত নৌকা বা জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেয়, ইহাতে উক্ত মুছলমানগণ দগ্ধীভূত হইয়া যায় এবং উক্ত নৌকা জাহাজ হইতে অগ্নি অন্য নৌকা জাহাজে লাগিয়া যায় এবং তন্মধ্যস্থিত মুছলমানগণ জ্বলিয়া মরিয়া যায়, তবে তাঁহারা সকলেই শহীদ হইবেন। ইহা খোলাছাতে আছে।

শহীদের হুকুম এই যে, তাহাকে গোছল দেওয়া হইবে না, কিন্তু তাহার জানাজা পড়া হইবে, ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে। তাহাকে তাহার রক্ত ও কাপড়সহ দফন করা হইবে, ইহা কাফিতে আছে। যদি শহীদের কাপড়ে অন্য কোন নাপাক বস্তু লাগিয়া থাকে, তবে উহা ধৌত করা হইবে, ইহা এতাবিয়াতে আছে। অস্ত্র চামড়া, মোজা, টুপি, পায়জামা—এইরূপ যাহা কাফন শ্রেণীভুক্ত নহে, উহা খুলিয়া লওয়া হইবে। ইমাম মোহাম্মদ অন্য কেতাবে পায়জামার কথা উল্লেখ করেন নাই, কেবল তিনি ছায়রের মধ্যে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। শাএখ আবুজাফর হেন্দাওয়ানি বলিতেন, সমধিক ছহিহ

মত এই যে, পায়জামা খুলিয়া লইবে না, আমাদের অধিকাংশ ফকিহ এই মত অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা মুহিতে আছে। যদি ছুন্নত কাফনের কম কাপড় থাকে, তবে বেশী হইবে, আর যদি উহার অতিরিক্ত থাকে, তবে উহা কম করা হইবে, ইহা কাফিতে আছে। হানুত (আতর মিশ্রিত এক প্রকার সুগন্ধি বস্তু) অন্যান্য মৃতের ন্যায় শহীদের মস্তক, দাড়ি ও অন্যান্য শরীরে লাগান যাইতে পারে, ইহা বাহারোর রায়েকে আছে। শহীদ নাপাক কিম্বা পাগল নাবালেগ হইলে, ইমাম আজমের মতে তাহাকে গোছল দেওয়া হইবে, ইহা তবইনে আছে। হায়েজ নেফাছওয়ালি স্ত্রীলোককে হায়েজ নেফাছ বন্ধ হওয়ার পরে শহীদ হইয়া গেলে গোছল দিতে হইবে।

যদি এক দুই দিবস রক্ত দেখিয়া থাকে, তবে সকলের মতে তাহাকে গোছল দিবে না, ইহা হেদায়ার টীকা আয়নিতে আছে।

যে ব্যক্তি সমরক্ষেত্রে আহত হইয়া কিছু পার্থিব উপসত্ত্ব ভোগ করিতে পারিয়াছে, সে শাহাদাতের হুকুম প্রাপ্তিতে পুরাতন হইয়াছে, তাহাকে গোছল দিতে হইবে, যথা, কেহ আহত হইয়া কিছু ভক্ষণ করিল, পান করিল নিদ্রিত হইল, ঔষধ ব্যবহার করিল, কিম্বা জীবিতাবস্থায় জেহাদের ময়দান হইতে স্থানান্তরিত করা হইল সে ব্যক্তি শাহাদাতের ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইবে না, তাহাকে গোছল দিতে হইবে, কিন্তু যদি তাহাকে তাহার পতনস্থল হইতে এই জন্য অপসারিত করা হয় যে, ঘোটকের দল তাহাকে পদদলিত করিয়া না ফেলে, তবে সে শাহাদাতের ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

যদি তাহাকে তাবু কিম্বা খিমার মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়, কিম্বা নামাজের ওয়াক্ত চলিয়া যায়, এই পরিমাণ সময় সজ্ঞান অবস্থায় জীবিত থাকে, তবে সে শাহাদাতের ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইবে না। এইরূপ যদি সে ব্যক্তি আহত হওয়ার পরে ক্রয় বিক্রয় করে কিম্বা বেশী কথা বলে, তবে শাহাদাতের ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইবে না। ইহা

হেদায়াতে আছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে হইলে খাটিবে, কিন্তু উহা শেষ হওয়ার পূর্ব্বে আহত ব্যক্তি উপরোক্ত প্রকার কার্য্যগুলি করিলে, শাহাদাতের ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইবে, ইহা তবইনে আছে।

যদি পার্থিব বিষয়ের অছিএত করে, কিম্বা শহরের মধ্যে নিহত হয় এবং সে অন্যায় ভাবে অস্ত্রদ্বারা নিহত হইয়াছে, ইহা জানা না যায় তবে তাহাকে গোছল দিতে হইবে, ইহা কাঞ্জের টীকা আয়নিতে আছে।

এইরূপ যদি সে পতনস্থান হইতে দাঁড়াইয়া পড়ে কিম্বা অন্য স্থানের দিকে বসিয়া যায়, তবে তাহাকে গোছল দিতে হইবে, ইহা খালাছাতে আছে।

যদি কোন মোশরেকের ঘোড়া পলায়ন করে, এবং উহার উপর কোন আরোহী না থাকে এবং উক্ত পশু কোন মুছলমানকে পদদলিত করে, তবে তাহাকে গোছল দিতে হইবে। যদি কোন মুছলমান মোশরেকগণের দিকে তীর নিক্ষেপ করে, ইহাতে উহা কোন মুছলমানের উপর পতিত হয় এবং সে উহাতে মরিয়া যায়, তবে তাহাকে গোছল দিতে হইবে। কোন মোশরেকের ঘোড়া ধাবিত হইয়া এক মুছলমানকে ফেলিয়া দিল, ইহাতে সে মরিয়া যায়, তবে তাহাকে গোছল দিবে।

মুছলমানগণ পলায়ন করিতে লাগিল ইহাতে কাফেরেরা তাহাদিগকে অগ্নি কিম্বা গভীর গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইতে বাধ্য করিল ইহাতে তাহারা মারা গেল তবে তাহাদিগকে গোছল দিতে হইবে। যদি মুছলমানেরা নিজেদের চারিদিকে লৌহের কাঁটা সমূহ স্থাপন করিয়া থাকে এবং উহার উপর বসিতে গিয়া তাহারা মরিয়া যায়, তবে ইমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদের মতে তাহাদিগকে গোছল দিতে হইবে। ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে।

যদি যুদ্ধকালে কোন মুছলমানের ঘোড়া পদস্খলিত হইয়া যায় এবং ঘোড়া তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে তাহাকে গোছল দিতে হইবে। মুছলমানদিগের ঘোড়াগুলি মোশরেকদিগের পতাকাগুলি দেখিতে পাইল, ইহাতে একটি ঘোটক মোশরেকদিগের বিনা তাড়নায় পলায়ন করিতে গিয়া আরোহীকে ফেলিয়া দিয়া মারিয়া ফেলিল, ইমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদের মতে তাহাকে গোছল দিতে হইবে।

যদি মোশরেকেরা শহরে কেল্লায় অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিল, মুছলমানেরা তাহাদের শহরের পরিবেষ্টনকারী প্রাচীরের উপর আরোহণ করিল, ইহাতে তাহাদের একজনের পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যায় এবং সে মরিয়া যায়, উক্ত ইমামদ্বয়ের মতে তাহাকে গোছল দিতে হইবে।

এইরূপ যদি মুছলমানগণ পলায়ন করিতে থাকে এবং একজন মুছলমানের ঘোটক অন্য মুছলমানকে পদদলিত করিয়া ফেলে, আরোহী উহার উপর থাকে কিম্বা চালাইতে থাকে, অথবা লাগাম টানিতে থাকে, তবে তাহাকে গোছল দিতে হইবে। এরূপ যদি মুছলমানেরা তাহাদের প্রাচীরে সিঁদ দিতে থাকে এবং উহার কতকাংশ তাহাদের উপর বসিয়া পড়ে, ইহাতে তাহারা মারা যায় তবে উক্ত দুই ইমামের মতে তাহাদিগকে গোছল দিতে হইবে। ইহা মুহিতে আছে। এরূপ যদি কেহ শত্রুর উপর আক্রমণ করিতে গিয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া মারা যায়, তবে তাহাকে গোছল দিতে হইবে। ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে। মুছলমানেরা ও শত্রুরা দুইদল পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়াছে, কিন্তু এখনও যুদ্ধ আরম্ভ করে নাই, এক্ষেত্রে যদি কোন মুছলমানকে মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়, তবে যতক্ষণ না জানা যায় যে, সে অন্যায়ভাবে অস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়াছে, ততক্ষণ তাহাকে গোছল দিতে হইবে, ইহা তাতারখানিয়াতে আছে। যদি তাহাকে

যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া যায় এবং তাহার মধ্যে জখম, গলা টিপিয়া মারা আঘাত কিম্বা রক্ত বাহির হওয়ার চিহ্ন না থাকে, তবে সে শহীদ হইবে না। এইরূপ যদি উক্ত মৃতের নাসিকা, পুরুষাঙ্গ কিম্বা মলদ্বার হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকে, কিন্তু মস্তকের দিক হইতে নামিয়া মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতে থাকে, তবে সে শহীদ হইবে না, ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে। মূল কথা যদি হরবি কাফেরগণ, রাজবিদ্রোহীগণ কিম্বা ডাকাতেরা যুদ্ধকালে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন মুছলমানকে হত্যা করে, তবে সে শহীদ হইবে, এরূপই না হইলে, সে শহীদ হইবে না, ইহা মুহিতে আছে। আঃ, ১।১৭৮-১৭৯।

মনইয়ার টীকাতে আছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে কাফন প্রস্তুত করা মকরুহ নহে, কিন্তু গোর প্রস্তুত করিয়া রাখা মকরুহ হইবে, তাতারখানিয়াতে আছে, কবর প্রস্তুত করিয়া রাখিতে কোন দোষ নাই, বরং ছওয়াব হইবে, খলিফা ওমার বেনে আবদুল আজিজ, রবি বেনে খয়ছম প্রভৃতি ইহা করিয়াছিলেন। শাঃ, ১।৯৪৫।

সমাপ্ত